হার

[নীতিপূর্ণ গল্পগুচ্ছ]

শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

কলিকাতা, ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট্,
ভট্টাচার্য্য এণ্ড সনস্‌এর
পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।
১৩১৪

মূল্য ৸৹ বার আনা।

স্মৃতি

পরমারাধ্য স্বর্গীয় দেবতা

৺প্রেমচাঁদ চট্টোপাধ্যায়ের

পবিত্র শ্রীচরণাম্বুজেষু—

পিতৃদেব!

"হার" আপনারই শ্রীমুখপ্রসূতপ্রসূন-গ্রথিত। পিতৃপ্রদত্ত রত্ন পুত্রের অহঙ্কারের বস্তু। বিশেষতঃ, এই হার অতি মূল্যবান্। কারণ, ইহাতে স্বর্ণকারের শিল্প-চাতুর্য্য না থাকিলেও ইহার উপাদান হীরাজহরত। ইহা কোন স্থানে কাহাকেও দিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। তাই আপনার শ্রীপাদপদ্মে স্থাপন করিলাম।

১৩১৪ কল্যাণপুর } সেবক গ্রন্থকার

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "হার" নামক পুস্তকের একটি ভূমিকা লিখিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। পুস্তকখানি আদ্যন্ত পড়িয়া আমি আহ্লাদ সহকারে এই অনুরোধ পালন করিতে সম্মত হইয়াছি।

পুস্তকখানি পড়িয়া আমি বিশেষ আনন্দ-লাভ করিয়াছি। অনেক স্থলে রচনা এরূপ করুণ-রসাত্মক যে, আমি পাঠ-কালে অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। পুস্তকখানির প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে এতদ্দেশের প্রাচীন কথা খাঁটি দেশীভাবে কথিত হইয়াছে। রচনায় বিদেশীভাব আদৌ স্থান পায় নাই। ইংরেজী নাটক ও উপন্যাসের দ্বারা বাঙ্গালীর রুচি পরি-বর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে আমাদের দেশে

নানাপ্রকার আখ্যান প্রচলিত ছিল ; সেই সকল আখ্যান ধর্ম্মমূলক ছিল,—তাহাতে প্রেম ও যুদ্ধাদির বিষয় অবতারিত হইত,— কিন্তু তথাপি এখনকার উপন্যাস হইতে সেই সকল আখ্যান স্বতন্ত্র। সুন্দরী রমণীর ললাটে সিন্দুরের ফোঁটা না থাকিলে যেরূপ দেখায়, এখনকার প্রতিভাবান্ লেখকদের রচিত সুন্দর আখ্যানগুলিও অনেক সময় ধর্ম্মভাব বর্জ্জিত হইয়া সেইরূপ বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। দেশী ও বিদেশী চিত্রাঙ্কনে এই প্রভেদ।

এই সকল আখ্যান অমার্জ্জিত। আধুনিক লিপি-শিল্পীর কৌশল ইহাতে আদৌ নাই। অতি সরল, প্রায় পিতামহীর মুখোচ্চারিত শৃঙ্খলাবিহীন, একঘেয়ে বর্ণনার মত গল্পগুলি একান্তরূপে সাজসজ্জা বর্জ্জিত, কিন্তু তথাপি ইহাদের মধ্যে যে সরসতা ও পবিত্রতার চন্দন-দীপ্তি দৃষ্ট হয়,

তাহা গল্পের সমস্ত অপূর্ণতা ও ত্রুটি এক-কোণে ফেলিয়া কোন মহৎ আদর্শকে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতেছে।

এ দেশের লোক ভগবৎ-ভক্ত,—এই ভক্তি ও বিশ্বাসের সীমা নাই; সাংসারিক দুর্গতির শেষসীমায় উপস্থিত হইয়াও ভক্তিমান্ অটল, তাঁহার বিশ্বাস কিছুতেই বিচলিত হইবার নহে। "হরি মঙ্গলময়" আখ্যানে সেই প্রাচীন বিশ্বাসের আদর্শ পূর্ণভাবে আমাদের চক্ষে প্রতিভাত হয়। ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রখরতায় এই গল্পের যাহা কিছু অস্বাভাবিকত্ব, সে সমস্তই পাঠ-কের চক্ষুর সম্মুখ হইতে দূর হইয়া যায়,—কেবল ধর্ম্মের উন্নত দৃশ্য মানসপটে উজ্জ্বল-ভাবে অঙ্কিত থাকে। প্রত্যেক গল্পে শিখি-বার কিছু না কিছু আছে, এবং উহা প্রাচীনভাবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘনিষ্টতর করিয়া দেয়।

যাঁহারা ধর্ম্মকে কোন নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া গার্হস্থ্যজীবন পরিচালনা করেন, তাঁহারা আমাদের দেশের এই ভাব বুঝিবেন না,—এদেশের ধর্ম্মভাব প্রশান্তসাগরের তরঙ্গ, তাহা কোন বাধা মানে না, তাহার কূলকিনারা নাই; দান করিতে হইবে,—নিজের শরীর কাটিয়া রাজা পক্ষীর ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছেন; নিজের পুত্রের স্বহস্তে শিরশ্ছেদন করিয়া, রাজা অতিথির আহারের ব্যবস্থা করিতেছেন। যাঁহারা ভগবানকে চান না, তাঁহারা এই বিশ্বাসের আতিশয্য মূঢ়তার লক্ষণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন, কিন্তু যাঁহারা ভগবান্‌কে চান, তাঁহাদের ইহাই একমাত্র পন্থা,—এই ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ এক সময় দেশের শিশুরা পর্য্যন্ত শুনিয়া বুঝিত। ইহার উচ্চতা হিমাদ্রির উচ্চশৃঙ্গের ন্যায় অবিশ্বাসীর চক্ষে চিরতুষারে আচ্ছাদিত

যাঁহারা হিমাদ্রিশৃঙ্গের অধিবাসী, তাঁহারা পরকীয় শিক্ষার কুহকে পড়িয়া এই আদর্শ ভুলিয়া যাইতেছেন, ইহাই অনুতাপের বিষয়।

হার ছোট গল্পের সমষ্টি হইলেও, প্রাচীন আদর্শে রচিত হওয়াতে আমার নিকট ভাল লাগিয়াছে। গ্রন্থকার একজন সুপরিচিত গীতাভিনয় লেখক। প্রাচীন যাত্রাগুলিকে আমরা উপহাস করিয়া থাকি, কিন্তু যাত্রার পালালেখক যে করুণরস ও ভক্তির ভাবে অনুপ্রাণিত— তাহা এই বহীখানি পড়িলে পাঠক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, অন্ততঃ বিদ্রূপ করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইবে।

১৩ই অগ্রহায়ণ,
১৩১৪

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
১৯নং কাঁটাপুকুর লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।

প্রতিভাবান নাট্যকার
শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

হার	(নীতিপূর্ণ গল্পগুচ্ছ)	।৹
অলোকচতুরা	(গার্হস্থ্য উপন্যাস)	৸৹
সত্যনারায়ণ	(ব্রতকথা)	৵৹
তালপত্রের চণ্ডী	(পুঁথি)	৸৹
পাঁচোয়ার সিং	(নক্‌সা)	৵৹
আদর্শপত্র-দলিল		।৹
চাল্‌তার অম্বল	(১নং খোসগল্প)	৴৹
খাসা দই	(২নং খোসগল্প)	৴৹
পদ্মিনী	(মথুরসাহার যাত্রায় অভিনীত)	১।৹
ঐ	(সুন্দর বাঁধান)	১॥৹
শুকদেব-চরিত	"	১।৹
ভৃগু-চরিত	"	১॥৹
প্রহ্লাদ-চরিত্র	"	১।৹
রুক্মাঙ্গদ রাজার হরিবাসর	"	১।৹
দুর্গাসুর	"	১।৹
ঐ	(সুন্দর বাঁধান)	১॥৹

(অভয়দাসের যাত্রায় অভিনীত)

প্রবীর-পতন বা জনা	"	১।০
দাতাকর্ণ	"	১।০
কালকেতু	"	১।০

(গিরিশ চাটুর্য্যের যাত্রায় অভিনীত)

কালাপাহাড়	"	১।০

(রামলাল চাটুর্য্যের যাত্রায় অভিনীত)

লবণ-সংহার	"	১৲
ঐ	(সুন্দর বাঁধান)	১।০
মহীরাবণ		১।০
যদুবংশ ধ্বংস		১।০
ঐ	(সুন্দর বাঁধান)	১॥০

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

নরমেধ-যজ্ঞ	১।০
গুরু-দক্ষিণা	১৲
বাহবা-হুজুগ (প্রহসন)	।০

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স্
৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হারা

হরি মঙ্গলময়।

পূর্ব্বকালে হিমাচলের পাদমূলে চক্রধর-পুরনামক প্রদেশে নরপতি ভুবনেশ্বর রাজত্ব করিতেন। তিনি সত্যবাদী, আত্ম-ত্যাগী এবং পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। "হরি মঙ্গলময়, তাঁর ইচ্ছায় জীবের মঙ্গল হয়," এই মহাসত্যবাক্য তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহার সুখ-শান্তিময় এবং সমৃদ্ধিশালী রাজ্যের প্রজারা কখনও কোন প্রকার দুঃখ-তাপের যন্ত্রণা জানিত না। রাজা কখনও কোন প্রার্থীর প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিতেন না। তিনি যে কোন অবস্থায় পতিত হইয়া, যে কোন কর্ম্ম

করিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে মুক্তকণ্ঠে বলিতেন, "হরি মঙ্গলময় !"

একদা অমাত্যবর্গপরিবেষ্টিত হইয়া, রাজা ভুবনেশ্বর রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় জটাজূটধারী ত্রিশূলহস্ত দীপিচর্ম্মপরিহিত একজন সন্ন্যাসী তাঁহার জয়োচ্চারণ করিয়া, সিংহাসনের সম্মুখীন হইলেন। রাজা সন্ন্যাসীকে যথাবিহিত প্রণাম ও অভ্যর্থনাদি করিয়া, উপযুক্ত আসনে উপবেশন করাইলেন এবং তাঁহাকে রাজসভায় আগমনের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলেন।

সন্ন্যাসী ধীরভাবে বলিলেন, "মহারাজ ! আমি আশৈশব সংসারত্যাগী সন্ন্যাসাশ্রমী। ভিক্ষালব্ধ অন্নে উদর পূর্ত্তি করি। সম্প্রতি এক মহাপুরুষের নিকট উপদেশ পাইয়াছি যে, গার্হস্থ্যাশ্রমে ধর্ম্মপরীক্ষা না করিলে, অন্য কোন আশ্রমে ধর্ম্মের সার-

বস্তা লাভ করা যায় না। যে গৃহাশ্রমে সর্ব্ববিধ ভোগ-বিলাসের আশাতীত উপকরণ পাওয়া যায়, তাহা আমার পাইবার সম্ভাবনা নাই। অনেকানেক স্থানে সন্ধান করিয়া, সফলমনোরথ হই নাই। অধুনা বহুদূর হইতে লোকমুখে আপনার গুণগ্রামের কীর্ত্তন শুনিয়া, অদ্য আপনারই নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। আপনি পরম অতিথি-সেবক,—ভারত-বিখ্যাত দাতা। আমার আশা পূর্ণ করুন। আমি তিনদিবস আপনার রাজৈশ্বর্য্যধনসম্পদ্ ভোগ করিতে ইচ্ছা করি। গার্হস্থ্য-সুখ পূর্ণমাত্রা উপভোগ করিয়া, তাহার সার-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে ইচ্ছা করি। মহারাজ! ভিক্ষুক-সন্ন্যাসীকে এই মহা-ভিক্ষা দান করুন।"

পরম ত্যাগপরায়ণ, রাজকুলচক্রবর্ত্তী ভুবনেশ্বর, আগন্তুক সন্ন্যাসীর প্রার্থনা

শুনিয়া কিছুমাত্র বিবেচনা করিলেন না। সানন্দে তাহা অনুমোদন করিলেন এবং মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন ;—

"মন্ত্রিন্! এই আগন্তুক অতিথি-সন্ন্যাসী তিনদিনের জন্য আমার রাজ্যের রাজা হইলেন। ইঁহার আজ্ঞা রাজাদেশের ন্যায় পালন করিবে। এমন কি, সন্ন্যাসীর আদেশে আমার জীবন-সংশয় ঘটিলেও তৎপালনে কুণ্ঠিত হইবে না।"

ধর্ম্মশীল ভুবনেশ্বর অন্যান্য রাজপারিষদগণকেও এইরূপ বলিয়া কহিয়া, তিন দিনের জন্য অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গুণবতী সতীসাধ্বী মহিষী সুমতি, স্বীয় স্বামীর প্রমুখাৎ সকল কাহিনী শুনিয়া, আপনাকে মহিমান্বিতা জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং আনন্দে তাঁহার চক্ষে দর দর ধারায় জল পড়িতে লাগিল। তখন যে সুমতির সেই আনন্দাশ্রু, বসুমতী ভেদ

করিয়া, পাতালে নির্ম্মলজলা ভোগবতীর সহিত মিশিয়া ছিল না, কে ইহা না বলিবে? রাজা তিন দিন সংযত হইয়া অন্তঃপুরে রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে তিন দিন কাটিয়া গেল। সন্ন্যাসীরও রাজ-সম্পদ্‌সুখরূপ-মাধুর্য্যময় স্বপ্নের চিত্র চকিতে যেন কোথায় লুক্কায়িত হইল। কিন্তু তাহা তিনি তত বুঝিতে পারিলেন না। তখনও তিনি সুখের দোলায় দুলিতেছিলেন। পরে যখন মহারাজ ভুবনেশ্বর, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক বিনয়-মধুর বচনে বলিলেন ;—

"হে মহাত্মন্! তিনদিন রাজ্যসুখভোগে আপনার আশা পূর্ণ হইয়াছে ত?

তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল।

সন্ন্যাসী প্রথমতঃ কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। কিয়ৎ-

কাল নীরব থাকিয়া, শেষে এই বলি-
লেন ;—

"মহারাজ ! আশা বৈতরণী। ইহার কূল-
কিনারা নাই। এক আশা পূর্ণ হইয়াছে,
কিন্তু আর এক আশা রাবণের চিতার
ন্যায় হৃদয়-ক্ষেত্রে হু হু জ্বলিতেছে। বোধ
হয়, তাহা দুরাশা। নতুবা এত যন্ত্রণা-
দায়িনী হইবে কেন? বলিতে ইচ্ছা
হইতেছে, কিন্তু আবার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া
আসিতেছে।

সন্ন্যাসী এই বলিয়া, আপনার মুখ-
খানিতে বেশ একখানি বিষাদের চিত্র
দেখাইলেন। সে চিত্র দেখিলে, কুটিলা-
ত্মারও হৃদয় গলিয়া যায়; মহাত্মার ত
কথাই নাই। সরল-স্বভাব, ভগবানে
আত্মসমর্পণকারী রাজা ভুবনেশ্বরের হৃদয়
গলিয়া গেল। হাস্যোৎফুল্ল প্রভাতপদ্মবৎ
সন্ন্যাসীর নির্ম্মল বদনখানি বিষাদমলিন

দেখিয়া, রাজা নিতান্ত অস্থির হইয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসীর মনোভিলাষ কি জানিবার জন্য, সন্ন্যাসীকে বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অনেক অনুরোধের পর সন্ন্যাসী বলিলেন ;—

"মহারাজ! এই রাজ্যটী আমাকে আপনি চিরদিনের জন্য দান করুন, এই আমার একান্ত আশা।"

সন্ন্যাসীর প্রার্থনা শুনিয়া, সভাস্থ সকল ব্যক্তিই একেবারে শিহরিয়া উঠিল। পরস্পর পরস্পরের মুখ দেখিতে লাগিল। কিন্তু রাজার মুখের প্রতি সকলেরই প্রধান লক্ষ্য রহিল। সভা নিস্তব্ধ,—বায়ু নিশ্চল। শ্বাসপতনেরও যেন কোন শব্দ নাই। কিন্তু এ নিস্তব্ধতা ক্ষণমুহূর্ত্ত স্থায়ী হইল না। সন্ন্যাসীর প্রার্থনাবাক্যাবসান হইতে না হইতেই, রাজা "অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং" বলিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন ;—

"মঙ্গলময় হরি! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। মহাত্মন্! আপনার প্রার্থনাই পূর্ণ হইল। আমি অদ্য হইতে এ রাজ্যের আর কেহই নই। সহধর্ম্মিণী আর দুইটী পুত্র ব্যতীত এ রাজ্যের সহিত আর আমার কোন সম্পর্ক রহিল না। অদ্য হইতে আপনি এই রাজ্যের রাজ্যেশ্বর। এক্ষণে অনুমতি করুন, একবারমাত্র অন্তঃপুরমধ্যে গমন করিয়া, পত্নী-পুত্র-গুলিকে লইয়া স্থানান্তরে গমনের উদ্যোগ করি।"

সন্ন্যাসী হর্ষোৎফুল্লমুখে অনুমতি দিলেন। রাজপারিষদগণ প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইলে, রাজা মুখের ভাবে তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। সকলেই নির্ব্বাক্! আর কোন কথা কহিবার কাহারও শক্তি রহিল না। সেই শক্তিই যেন অশ্রু-প্রবাহিনীরূপে সকলেরই চক্ষে অপ্রতিহত-

ধারায় বহিতে লাগিল। মহারাজ ধর্ম্ম-প্রাণ ভুবনেশ্বর, তাহাতে আর বাধা দিতে পারিলেন না। রাজা দ্রুতপদে অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন; অসময়ে সহসা অন্তঃপুরে রাজার আগমন দেখিয়া, রাজ্ঞী সুমতি শিহরিয়া উঠিলেন। পরে স্বামীর মুখে রাজ্যদানের কথা শুনিয়া তিনিও পরমানন্দ অনুভবপূর্ব্বক পুত্র দুইটীকে আহ্বান করিয়া, রাজার অনুগামিনী হইলেন।

সে দৃশ্য বর্ণনাতীত। কাঞ্চন-প্রতিমা—পট্টবসনপরিহিতা—সালঙ্কারা দেবী সুমতি, তন্মুহূর্ত্তে কেবলমাত্র লজ্জানিবারণ বস্ত্র ও আয়তিচিহ্ন ধারণ করিয়া, সকলই ত্যাগ করিলেন। রাজা কাষায় বসন পরিধান করিলেন। মাণিক্যের পুতুল পুত্র দুই-টীর দেহের পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার সমুদায়ই খুলিয়া দিয়া কেবলমাত্র সামান্য মলিন বস্ত্রে গাত্রাবরণ করিয়া দেওয়া হইল। এখন

কে না বলিবে, অমল শশাঙ্কের উপর সহসা একখণ্ড ধূসরবর্ণের মেঘ আসিয়া বসিল! ফুটন্ত কমলকলিকা দুটী, ঝড়ের প্রকোপে পঙ্কিল জলে ডুবিয়া পড়িল! ধর্ম্মপ্রাণ ভুবনেশ্বর, নয়ন ভরিয়া সেই শোকাবহ মর্ম্মচ্ছেদী দৃশ্য দেখিলেন। তথাপি তাঁহার চিত্তের বৈকল্য কিছুমাত্র পরিলক্ষিত হইল না। সেই প্রফুল্লভাব, সেই সহাস্য অম্লান মুখখানি যেন কি এক নবরাগে অনুরঞ্জিত হইয়া, তাঁহার লাবণ্য শতগুণে পরিবর্দ্ধিত করিল! যেমন সত্ত্বময় সন্ন্যাসী ছাইভস্ম মাখিলে, তাঁহার দেহের জ্যোতিঃ আরও প্রীতিদায়ক হয়, রাজারও যেন সেই প্রকার হইল। রাজ্ঞী-রও তদবস্থা।

সপুত্র-পত্নী রাজা ভুবনেশ্বর, অন্তঃপুর হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলেন। সম্মুখে রাজপথ। রাজপথ জনাকীর্ণ হইল।

পঞ্চমবর্ষীয় বালক হইতে শতাধিকবর্ষীয় বৃদ্ধ অনূঢ়া বালিকা হইতে অবগুণ্ঠনবতী কুলবধূ এবং বৃদ্ধাটী পর্য্যন্ত কেহই আর বাকী রহিল না। সকলেই সোৎসুকভাবে অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে রাজপথে সমবেত হইল। অহো! কি ভয়ঙ্কর মর্ম্মবিদারক লোমহর্ষণ দৃশ্য! হা ভগবন্! এ কি তোমার বিচিত্র লীলা!

যাহার যেমন প্রাণ সে তেমনি ভাবে রাজাকে প্রাণের আবেগময়ী কথা নিবেদন করিতে লাগিল। কিন্তু ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞ, অটলপণ রাজা কাহারও কথা শুনিলেন না। সকলকেই মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া, তথা হইতে যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। সকলে "হায় হায়" করিতে করিতে সন্ন্যাসীর রাজত্বে প্রত্যাবৃত্ত হইল। কি যেন কি বৈদ্যুতিক ঘটনা, অতর্কিতভাবে চোখের সম্মুখ

দিয়া চলিয়া গেল! সকলেই আত্মহারা হইল।

ইহা প্রভাতের ঘটনা। ক্রমে সহস্র-রশ্মি প্রভাকর প্রখর হইতে লাগিলেন। প্রকৃতিদেবী তপ্ত হইয়া যেন উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহাব তপ্তনিঃশ্বাসে প্রকৃতিবর্গ উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিল। রাজা, রাণী ও রাজপুত্রদ্বয় হাঁটিতে হাঁটিতে ক্রমে ক্লান্ত হইতে লাগিলেন। কুমার দুইটীর বয়সও অধিক নহে,—একটী অষ্টম-বর্ষীয় অপরটী পঞ্চমবর্ষীয়। রাজা ও রাণী কখন জ্যেষ্ঠটীকে ক্রোড়ে লইয়া হাঁটিতেছেন, কখন কনিষ্ঠটীকে ক্রোড়ে করিয়া যাইতেছেন; কিন্তু আর যেন পারিতেছেন না। গলদ্ঘর্ম্মকলেবর,—পিপাসায় কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসি-তেছে! এমন সময় কনিষ্ঠ কুমার অতিশয় তৃষ্ণার জন্য বলিল --

"মা! একটু জল দাও। আর থাক্‌তে পার্‌চি না।"

রাণী নিরুপায়। স্বামীকে স্পষ্ট কোন কথা বলিতে না পারিয়া, ঘন ঘন রাজার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। রাজাও অনন্যোপায় হইয়া স্তোক দিয়া বলিতেছেন ;—"চল বাবা! আর অধিক দূর নাই। নিকটেই সরোবর।"

বালক কিছুক্ষণ নীরব হইল। আবার ক্ষণপরে "মা বড় ক্ষুধা, বড় তৃষ্ণা" বলিয়া ক্ষীণকোমল কণ্ঠস্বরে প্রান্তরাকাশ ধ্বনিত করিল। পথের কঙ্কর ও বালুকায় রাণীর কোমল পদ ক্ষতবিক্ষত হইতেছে। স্থানে স্থানে রক্তপাত হইতেছে। প্রখরসূর্য্যকরে মহিষীর সদ্যোজাত কমলমুখখানি ঝলসিয়া যাইতেছে। রাজারও অবস্থা তাই। অহো! অসূর্য্যম্পশ্য রাজ-পরিবারের আজ কি নিদারুণ অবস্থা।

সকলে প্রান্তর পার হইয়া, সার্দ্ধ-দ্বি-প্রহরে অন্য একটী রাজপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা ভুবনেশ্বর, কুমারযুগলকে রাণীর সহিত একটী সুচ্ছায় বটবৃক্ষমূলে বসাইয়া, স্বয়ং ভিক্ষার্থ বহির্গত হইলেন। ক্ষণপরে ক্লান্ত কুমারযুগল, ক্ষুৎপিপাসার হাত এড়াইয়া, মাতৃঅঙ্কে ঘুমাইয়া পড়িল। সাধ্বী সুমতি, স্বামীর অপূর্ব্ব দানশক্তি দেখিয়া, সেই অবস্থাতেও মঙ্গলময় হরির উপর আত্ম-নির্ভর করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে লাগিলেন। অবিলম্বেই রাজা আহার্য্য উপকরণাদি লইয়া তথায় আসিলেন। হায়! অসংখ্য পাচকপাচিকা অশেষ যত্নে যাঁহার খাদ্য প্রস্তুত করিতে মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিত, আজ সেই কমলারূপিণী রাজরাণী স্বয়ং পতিপুত্রের জন্য রন্ধন করিতে গাত্রোত্থান করিলেন। অবিলম্বে অন্ন প্রস্তুত হইল।

রাজা সন্নিহিত উদ্যান হইতে চারিখানি কদলীপত্র সংগ্রহ করিলেন। অগ্রে কুমারযুগলকে জাগরিত করিয়া, অন্ন দেওয়া হইল। তাহারা আহারে মাত্র বসিয়াছে, এমন সময় একজন মণি-মাণিক্যময় পরিচ্ছদধারী অশ্বারোহী পুরুষ সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সহসা তাঁহার অশ্বের গতিরোধ হইল। অশ্বারোহী রাণীর চারু কমনীয়কান্তি দর্শন করিয়াই অশ্বের গতিরোধ করিয়াছিলেন। পাপাত্মারা কামিনীর রূপে মোহিত হইয়া পাগল হয়। তখন তাহাদের শুভাশুভের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। অশ্বারোহী পতঙ্গবৎ রাজ্ঞীর রূপানলে ঝাঁপ দিল। তখন তাহার প্রাণের আশা নাই। দুর্ব্বৃত্ত শশব্যস্তে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বলিল ;—

"মহাশয়! আপনার নিকট আমার

একটী নিবেদন আছে। যদি অনুগ্রহ করিয়া শুনেন, তাহা হইলেই প্রকাশ করি।

রাজা বলিলেন ;—

আপনি অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারেন। যদি আমা হইতে আপনার কোন উপকার সাধিত হয়, তাহা হইলে আমিও বিশেষ উপকৃত হইব।

মহাত্মা ও দুরাত্মার পার্থক্য এতই অন্তর! দুরাত্মাগণের ছলনার অসদ্ভাব নাই। সঙ্গে সঙ্গেই ছলনার ফাঁদ পাতিয়া বসিল। অশ্বারোহী বলিতে লাগিল ;—

"মহাশয়! আমি বাণিজ্যের জন্য সস্ত্রীক এই প্রদেশে আসিয়াছি ; আমার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, উপস্থিত তিনি আসন্ন-প্রসবা ; যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন ; নিকটে কোন আত্মীয়া বা পরিচারিকা নাই যে, তাহার সেবাশুশ্রূষা করে।

মহাশয়! বোধ হয় অধিক বলিতে হইবে না যে, স্ত্রীলোকের এইকালে কি শোচনীয় অবস্থা, এবং এইকালে অন্য স্ত্রীলোকের কিরূপ সাহায্য আবশ্যক হয়! যাহা হইক, আমি আর অধিক সময় অতিবাহিত করিতে পারি না; অদূরেই নদী। ঐ নদীবক্ষে আমার বাণিজ্য-নৌকা; তদুপরে আমার স্ত্রী ঐরূপ কষ্টভোগ করিতেছে। অনুমানে বোধ হইতেছে যে, আপনার পার্শ্বোপবিষ্ট রমণীটী আপনারই সহধর্ম্মিণী হইবেন। বলিতে পারি না, মহাশয়! যদি দয়া করিয়া ক্ষণকালের জন্য আমার উপকারার্থ আপনার পত্নীকে প্রেরণ করেন,তাহা হইলে আমি আজীবন আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।"

অশ্বারোহী মধ্যে মধ্যে "হায়! এতক্ষণ কি হইতেছে, কি হইতেছে" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার অন্ত-

বেদনা জ্ঞাপন করিতে লাগিল। দয়ার্দ্র-হৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ রাজা ভুবনেশ্বর, আগন্তুকের বাক্যে কিছুমাত্র সন্দেহ বিবেচনা করিলেন না। বরং ক্ষুব্ধ-অন্তরে পত্নীর মুখপানে চাহিলেন। স্বামীপরায়ণা সধর্ম্মানুরক্তা রাজ্ঞী সুমতি, অভ্যাগত অশ্বারোহীর স্ত্রীর কষ্টশ্রবণে ব্যথিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে রাজার মনোভাব বুঝিয়া, তাঁহাকে সত্য-পাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য সহাস্য-বদনে বলিলেন ;—

"স্বামিন্! মঙ্গলময় হরির মঙ্গলময়ী ইচ্ছা পূর্ণ হউক। অনুমতি করুন, আগন্তুক ব্যক্তির পত্নীর সেবাশুশ্রূষা করিয়া, অবিলম্বে আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিব।"

রাজা অনুমতি দিলেন। রাণী, স্বামীর পদে প্রণাম করিয়া, অশ্বারোহীর পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। রাণীকে পদব্রজে অধিক দূর যাইতে হইল না। নিকটেই

বন ছিল ; অশ্বারোহী বনস্থলীর সমীপবর্ত্তী হইয়া, বলপূর্ব্বক রাণীকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিল। শিক্ষিত অশ্ব, তীরবেগে বনমধ্যে প্রবেশ করিল। রাণী তখন অচৈতন্য। অশ্বারোহী রাণীকে যখন বলপূর্ব্বক অশ্বপৃষ্ঠে তুলে. তখন সাধ্বী অনেক কাঁদিয়াছিলেন ;—অনেক চীৎকার করিয়াছিলেন ; কিন্তু হায় ! সে রোদন,সে চীৎকার-ধ্বনি বনান্তাকাশে লীন হইয়া গিয়াছিল। উহা রাজা বা কোন হৃদয়-বান্ পুরুষের নিকট পঁহুছিল না। কিন্তু রাণী ভাবিয়াছিলেন, "আমার এই নিবে-দন অন্য কাহারও নিকট না পঁহুছিলেও, মঙ্গলময় হরির নিকট নিশ্চয়ই পঁহুছিবে। কারণ,তিনি নিঃসহায়া সৈরিন্ধ্রীর বিপদের বন্ধু হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মপ্রাণ রাজা ভুবনেশ্বর, পত্নী সুমতিকে বিদায় দিয়া, নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন

না। "অশ্বারোহীর পত্নীর এখন কি দশা হইতেছে, আত্মীয়স্বজনবিরহিত বিদেশে আসিয়া কত কষ্ট পাইতেছে," ইত্যাদি চিন্তায় তাঁহার কোমল-হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। সময়ে সময়ে দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া, মঙ্গলময় হরির উদ্দেশে তাঁহার করুণাবেদন জানাইতে লাগিলেন।

বেলা আর অধিক নাই। পুত্র দুইটী জননীর জন্য ব্যস্ত হইল। রাজাও এক-টুকু চিন্তিত হইলেন। তখনও রাজার আহারাদি হয় নাই। ক্রমে সন্ধ্যা—রাজার মনে দুশ্চিন্তা আসিল। সম্মুখে নিবিড় লতাগুল্মাচ্ছাদিত ভীমদর্শন অরণ্য! রাজ্ঞী কিরূপে সন্ধ্যার প্রাক্কালে সিংহ-শার্দ্দূল-ভল্লুক-সমাকুল অরণ্যপথ অতিক্রম করিয়া এখানে উপস্থিত হইবেন, এই চিন্তায় তাঁহার অন্তরাত্মা বিকম্পিত হইল। পর-ক্ষণেই স্বভাব-সুলভ ধৈর্য্য ও মঙ্গলময়

হরির মঙ্গলময় কার্য্য স্মরণে তাঁহার উদ্বেলিত চিত্ত শান্ত হইল। তিনি মনে মনে অনেক ভাবিলেন। শেষে ইহাই স্থির করিলেন যে, অশ্বারোহী যখন এই সম্মুখস্থ বনপথে গমন করিয়াছেন, তখন আমিও কুমার-গণকে লইয়া এই পথে যাইলে, রাণীর সন্ধান পাইব। তিনি তাহাই করিলেন। কিন্তু কৈ? কেহই ত নাই! কোথায় বা অশ্বারোহীর বাণিজ্য-তরী, কোথায় বা অশ্বারোহী, কোথায় বা তাহার আসন্ন-প্রসবা পত্নী আর কোথায় বা কমলারূপিণী সাধ্বী সুমতি! কেবলমাত্র ক্ষীণতোয়া স্রোতস্বিনী বনপ্রান্তে বনভূমির গম্ভীরতা জ্ঞাপন করিয়া বেগে বহিতেছে। মঙ্গলময় ভগবান্ কি মঙ্গল কারণে এ ভীম দৃশ্যের অবতারণা করিলেন? কে বলিবে, এ ভীষণ ঘটনায়ও কি মঙ্গলবীজের অঙ্কুর নিহিত রহিয়াছে? কে ভাবিবে, এ

ঘটনা মঙ্গলাস্পদ ? অটল-বিশ্বাস, সুচরিত ভুবনেশ্বরের অচল-হৃদয় কিঞ্চিৎ বিচলিত হইল। এক্ষণে তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, অশ্বারোহী দুরাত্মা। অসদভিপ্রায়ে মিথ্যা প্রতারণায় বঞ্চনা করিয়াছে! যাহাই হউক, তথনই তিনি আত্মসংযম করিয়া লইলেন। শ্লথহৃদয় বিশ্বাসের দিব্যতারে বাঁধিলেন! "মঙ্গলময় তোমার ইচ্ছা" বলিয়া পুত্র দুটীকে কোলে লইয়া, বনপ্রান্তে নদীসৈকতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। রাজা একটুকু ভীত হইলেন। কিরূপে কুমার দুইটীকে নদী পার করিয়া, ভীষণ বনভূমিস্থ হিংস্র-জন্তুর হাত এড়াইবেন, তাহাই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল। এমন সময় দেখিলেন, অতি দূরে কতকগুলি লোক হাঁটিয়া নদী পার হইতেছে। জল অধিক নাই,

তাহাদের বক্ষাং মগ্ন হইয়াছে মাত্র। মহারাজ ভুবনেশ্বর তাহা দেখিয়া, মঙ্গলময় হরিকে মনে মনে শত সহস্র ধন্যবাদ দিলেন। তখনই ভক্তিসহ দুই চক্ষের দুই-টুকু অশ্রুনৈবেদ্য তাঁহার শান্তিময় পদে নিবেদন করিলেন।

রাজা আর বিলম্ব করিলেন না। জ্যেষ্ঠ কুমারটীকে নদীপুলিনে বসাইয়া, কনিষ্ঠ কুমারটীকে স্কন্ধে করিয়া, নদীবক্ষে অবতরণ করিলেন, এবং জ্যেষ্ঠকে বলিলেন ;—

"বাবা, তুমি এইখানে একটুকু থাক। আমি ইহাকে পরপারে রাখিয়া আসিয়া, তোমাকে লইয়া যাইব। মাতৃহারা কুমার উন্মনস্কভাবে সেইখানে বসিয়া, স্বীয় জননীর কথা চিন্তা করিতে লাগিল। রাজা কনিষ্ঠ কুমারকে লইয়া, যখন নদী-বক্ষের মধ্যবর্ত্তী হইয়াছেন, তখন জ্যেষ্ঠ

কুমারটী কূল হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল ;—

"বাবা, বাঘে ধ'র্‌লে গো, বাঘে ধ'র্‌লে !"

সত্য সত্যই তখন একটা প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়া, জ্যেষ্ঠ কুমারকে পৃষ্ঠে করিয়া, বনমধ্যে সবেগে যাইতেছিল। রাজা কি করিবেন ; যেমন ব্যস্ত হইয়া, দ্রুতপদে কূলাভিমুখে আসিতে উদ্যত হইলেন, অমনি তাঁহার পদস্খলিত হইল। তিনি জলমগ্ন হইলেন। অমনি দৈব কনিষ্ঠকুমারটীকে স্রোতের টানে চক্ষুর নিমিষে কোথায় লইয়া গেল, আর দেখা গেল না। রাজা গাত্রোত্থান করিয়া স্কন্ধে হাত দিয়া দেখিলেন, ননীর গোপাল নাই ! দুধের বাছা নাই ! হায় ভাগ্য ! তুমি সকলই করিতে পার ! কাল যে মহাপুরুষ স্ত্রীপুত্রপরিবেষ্টিত স্বর্ণময়ী পুরীতে অবস্থান করিয়া, সাম্রাজ্যেশ্বর সার্ব্বভৌম বলিয়া পরিগণিত

ছিলেন, আজ তিনি রাজ্যচ্যুত পত্নীপুত্র-হারা। সকলই তোমার লোলকবলে ডালি দিয়া, নিরাশ্রয় নদীবক্ষে দণ্ডায়মান। হা ভাগ্য! এ কলঙ্ক তোমার চিরদিন!

রাজা জলস্রোতে পটের ছবির মত কিছুক্ষণ দাড়াইয়া, সাশ্রুনয়নে পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। বিদ্যুদ্বেগে নদীর কিনারায় কনিষ্ঠকুমারের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলেন না। হতাশপ্রাণে পুনরায় নদীতীরস্থ পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর। স্ত্রীপুত্রহীন কাঙ্গাল ভুবনেশ্বর কি করেন, সে অবস্থাতেও সকল অনুতাপজ্বালা মঙ্গলময় হরির পাদপদ্মে অর্পণ করিয়া, নিশাযাপনের জন্য নিকটস্থ বৃহৎ বৃক্ষের শাখায় আরোহণ করিলেন। সারারাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত হইল। প্রভাত হইলে ক্ষুণ্ণহৃদয়ে

ভুবনেশ্বর চলিলেন। বহুপথ অতিক্রম করিয়া দেখিতে পাইলেন, একটা প্রকাণ্ড মাঠে কতকগুলি কৃষ্ণকায় নরনারী হস্তে লাল নীল শ্বেত কৃষ্ণাদি নানারঙ্গের পতাকা লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দামামা, রণঢক্কা, তুরী, ভেরী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজাইতেছে। তাহাদের গানে সমস্ত মাঠ পূর্ণ হইয়াছে। সকলেই উচ্ছৃঙ্খল-ভাবে নৃত্য করিতেছে। রাজা ভুবনেশ্বর ইহার কারণ জানিবার জন্য, ধীরে ধীরে জনতার নিকট আসিলেন। তিনি আসিবা-মাত্র একটী কৃষ্ণবর্ণ পারাবত তাঁহার মস্তকে উপবেশন করিল। তিনি শিহরিয়া উঠি-লেন। অমনি সমবেত জনগণ বিষম কোলাহল করিতে করিতে তাঁহাকে বেষ্টন করিল; এবং যেন কি অকপট আনন্দে তাহারা নৃত্যগীতের মাত্রা বাড়াইয়া দিল। রাজা ভীত হইলেন। আগন্তুক জনগণকে

দস্যু নরঘাতক ভাবিয়া, তাঁহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু পরক্ষণে "হরি-মঙ্গলময়" এই জ্ঞান তাঁহার সভয় অন্তরকে পুলকিত করিয়া তুলিল। তিনি আগন্তুক-গণকে বলিলেন ;—

"তোমরা এরূপ করিতেছ কেন? তোমাদের উদ্দেশ্য কি?" তখন তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ, রাজাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া করযোড়ে বলিল ;—

"মহারাজ! আমাদের রাজার মৃত্যু হইলে, দেশীয় পদ্ধতিক্রমে পরদিন প্রাতে এই মাঠে একটী পারাবত ছাড়িয়া দেওয়া হয় ; সেই পারাবত যাহার মস্তকে বসে, তাহার জাতিকুলাচারাদি বিচার না করিয়া, তাহাকে আমাদের দেশের রাজা করা হয়। গত কল্য আমাদের রাজার মৃত্যু হইয়াছে। সেই রীত্যনুসারে অদ্য প্রাতে এই কৃষ্ণ পারাবতটীকে উড়াইয়া

দেওয়া হইয়াছিল, এখন এই পারাবত আপনার মাথায় বসিয়াছে। সুতরাং আজ হইতে আপনি আমাদের রাজা হইলেন; এবং এই বিশালরাজ্যের ভার আপনার উপর ন্যস্ত হইল।"

বৃদ্ধ এই কথা বলিতে বলিতে, তথায় অবিলম্বে একটী গজমুক্তামালামণ্ডিত বহু-মূল্যবান্ শকট আসিয়া পঁহুছিল। সকলে রাজাকে অনুরোধ করিয়া, শকটারোহণ করিতে বলিলেন। তিনি তাহাতে আরোহণ করিলে,শকট দ্রুতবেগে রাজধানীর অভি-মুখে চলিল। চারিদিকে নৃত্যগীত উৎসবের স্রোত বহিতে লাগিল। পুরবালাগণ প্রাসাদশীর্ষ হইতে সুগন্ধি কুসুম ও লাজ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। নগর আনন্দ-কোলাহলে পূর্ণ হইল। যেন মরুদেশে স্বর্গের মন্দাকিনী নামিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে শকটখানি রাজসভার

সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা ভুবনেশ্বর, যথোপযুক্ত সম্মান-সহকারে রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। অমনই মণিময়মুকুট, হীরাজহরতের কাজ করা উৎকৃষ্ট বহুমূল্য পট্টবস্ত্র, চন্দনসুরভিপূর্ণ হিরন্ময় বাটী শিল্পচাতুর্য্যে গাঁথা নানাবিধ ফুলের মালা আসিয়া পঁহুছিল। জনৈক শ্বেতবসন-শ্বেতশ্মশ্রুধারী বৃদ্ধ আসিয়া রাজাকে পট্ট-বসন ও স্বর্ণভূষণ পরাইয়া দিল। গলায় ফুলের মালা ঝুলাইয়া দিল। সর্ব্বাঙ্গে অগুরুচন্দনসুরভি ছিটাইয়া দিল। প্রতিভাদীপ্ত জ্যোতির্ম্ময় ললাটে রক্তচন্দনের ফোঁটা দিল। মাথায় মণিময় মুকুট পরাইয়া দিয়া, হীরাজহরতখচিত ময়ূরসিংহাসনে বসাইল। ভিখারী ভুবনেশ্বর আবার রাজা সাজিলেন। সভা ভঙ্গ হইল।

রাজা ভুবনেশ্বর কয়েকদিনের মধ্যেই প্রজামণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিয়া লইলেন।

তাঁহার অমানুষিক সরলতা, ধীরতা ও বিজ্ঞতা সকল প্রজারই চিত্তরঞ্জক। তিনি সকলেরই প্রিয় হইলেন। রাজকার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে। একদিন রাজা রাজসভায় রাজ্যসংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করিতেছেন, এমন সময় প্রহরী আসিয়া বলিল, "মহারাজ! আমাদের দেশের সম্ভ্রান্ত সদাগর মাণিক্যবেণিয়া ভেট লইয়া হুজুরের সাক্ষাৎলাভে আসিয়াছে।"

রাজা আসিতে অনুমতি দিলেন। সদাগর বাণিজ্যার্থে দূরদেশে গমন করিয়াছিল। বর্ত্তমান ভূপতির রাজা হওয়ার সময় সে রাজ্যে ছিল না; সম্প্রতি আসিয়াছে। তজ্জন্য ভেট লইয়া নবভূপতির সহিত আলাপপরিচয়ের জন্য উপস্থিত। রাজাদিগের সহিত পরিচিত হওয়া, সদাগরদিগের একটী বিশেষ লাভের বিষয়। মাণিক্যবেণিয়া সেই দায়ে

ভেট লইয়া রাজসভায় প্রবেশ করিল। রাজা আপাদমস্তক দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইল। বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। কি যেন বৈদ্যুতিক আঘাতে রাজা কিয়ৎক্ষণ তূষ্ণীভূত রহিলেন। পরে আবার ভাল করিয়া দেখিলেন। একবার দেখিয়াই মাণিক্যবেণিয়াকে চিনিলেন। কে সেই মাণিক্যবেণিয়া? যে পাপিষ্ঠ আসন্নপ্রসবা পত্নীর যন্ত্রণার ভাণ করিয়া, রাজরাণী লক্ষ্মীরূপিণী সুমতিকে পথিমধ্যে রাজার নিকট ভাঁড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল, এ সেই লম্পট প্রবঞ্চক মাণিক্যবেণিয়া। মাণিক্য, তুমি চিনিতে পারিতেছ না, কিন্তু তুমি যাহাকে ভাঁড়াইয়াছ, সে আজ তোমায় চিনিয়াছে। তুমি যে ধর্ম্মের মাথা খাইয়া পলাইয়াছিলে, সেই ধর্ম্ম আজ তোমাকে ধরাইয়া দিয়াছে। এখন আর তুমি লুকাইতে পারিবে না।

বেণিয়া অতি অল্পসময় কাঙ্গালবেশী ভুবনেশ্বরকে প্রথম সন্দর্শন করিয়াছিল, এখন তাঁহার রাজবেশ,বিশেষতঃ সেই দিন সে রাজ্ঞীর সৌন্দর্য্যে এরূপ বিমুগ্ধ হইয়াছিল যে, অপর কাহারও প্রতি সে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে পারে নাই ; সুতরাং সে রাজাকে চিনিতে পারিল না।

রাজা, পত্নী-অপহারী দুরাত্মাকে আত্মপরিচয় দিলেন না ; নানাবিধ কথা বলিতে লাগিলেন ! বেণিয়ার খাতির অভ্যর্থনাদির কোন ত্রুটী করিলেন না ; বরং মাত্রায় একটুকু বাড়াইয়া দিলেন। বেণিয়া একেবারে হাতে স্বর্গ পাইল। বহুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সভাভঙ্গের সময় হইলে, রাজা বেণিয়াকে বেলা অধিক হইয়াছে বলিয়া থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। বেণিয়া রাজার সহিত ঘনিষ্ঠতা অধিক করিবার আশায় থাকিয়া গেল ।

অন্তঃপুরে রাজা ও সদাগর স্নানাহার করিলেন। রাজা আপনার অমল দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় বেণিয়াকে লইয়া নানা-কথার অবতারণা করিলেম। ক্রমে স্ত্রী-চরিত্রের কথা সুরু হইল। রাজা বলি-লেন, "সীতার ন্যায় আদর্শসতী জগতে আর নাই। তিনি পতি রামচন্দ্রের বন-বাসে সহগামিনী হইয়াছিলেন। অশোক-বনে প্রত্যক্ষ অগ্নিরূপিণী হইয়া, দিগ্বিজয়ী রাবণের তীব্র শাসনেও পাতিব্রত্য বজায় রাখিয়াছিলেন। পতিকে লাভের জন্য অনলকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া, আপনার অতি বিশুদ্ধতার পরিচয় দিয়াছিলেন। এরূপ আদর্শনারী জগতের ইতিবৃত্তে আর কি দেখিয়াছেন ?"

তারপর, মহাসতী সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীগণের পবিত্র কাহিনী কহিতে কহিতে সাধুচেতা

ভুবনেশ্বরের আবেগময়ী অশ্রুরাশি চক্ষু দিয়া বাহির হইতে লাগিল। বেণিয়াও অধৈর্য্য হইয়াছিল। বেণিয়া কহিল ;—

"মহারাজ! রত্নভূমি ভারতভূমি সতী-প্রসবিত্রী। যদিও উপস্থিতকালে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি মহাসতী নাই, তথাপি তাঁহাদের ন্যায় পূতস্বভাবা সাধ্বী সতীরও বিরল নাই। এখনও এ ভারতে এমন রমণী আছেন যে, যাঁহারা পুরাণোক্ত প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীগণের সারসম্পত্তি সতীত্ব পরমযত্নে রক্ষা করিয়া সতীত্বালোক বিস্তার করিতেছেন!"

রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া কহিলেন ;—"সদাগর মহাশয়! আপনার এ কথায় আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারিলাম না। আমি এ পর্য্যন্ত সেরূপ স্ত্রী-লোক দৃষ্টিগোচর করি নাই।"

তখন বেণিয়া বক্ষ স্ফীত করিয়া কথ-

ঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে বলিল ; "মহারাজ ! ভুল ভুল ! আমার নিকটেই সেইরূপ দেবী-প্রতিমা রহিয়াছেন। যাঁহাকে আপনি দেখিলেই নতশিরে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করি-বেন।"

রাজা আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেণিয়াকে তাহা বুঝিতে দিলেন না। অনেক চেষ্টায় সে ভাব গোপন করিয়া বলি-লেন ;—

"সদাগর মহাশয় ! আমি আপনার কথায় চমৎকৃত হইতেছি। আপনার নিকট সতীকুলাদর্শ সীতা দময়ন্তীর ন্যায় রমণী রহিয়াছেন. সে নারী কে ? তিনি কি আপনাব সহধর্ম্মিণী ?"

বেণিয়া জিহ্বা কর্ত্তন করিয়া বলিল,—"মহারাজ ! সে অদৃষ্ট ভাগ্যবানেরই হইয়া

থাকে। আমি পাপাত্মা, দুরাচার” ইত্যাদি বিবিধ আত্মগ্লানিসূচকবাক্য উচ্চারণপূর্ব্বক সাধ্বী সুমতিহরণ-বিবরণ রাজাকে অকপটহৃদয়ে বিবৃত করিল। শেষ সেই আত্মগ্লানিই তাহার আত্মাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত। শাস্ত্রীয় তুষানলের ব্যবস্থা, সেই যন্ত্রণার ন্যায় ক্লেশকর হইত না।

বেণিয়া ইহাও বলিল;—“যদি আমি উপস্থিত মুহূর্ত্তে তাহার স্বামীর কোথাও অনুসন্ধান পাই, তাহা হইলে দন্তে তৃণ করিয়া সেই কমলাকে প্রত্যর্পণ করিয়া আসি। কিন্তু হায়! আমার সে আশা বিফল হইবে। সাধ্বী আট দিন অনশনে রহিয়াছেন। আর তাঁহার বাঁচিবার আশা নাই। হায় মহারাজ! এখন আমার জ্ঞান হইতেছে, আমি কি কুকার্য্যই করিয়াছি।”

বেণিয়া আর থাকিতে পারিল না। অজ্ঞাতসারে দুইফোঁটা অনুতাপের অশ্রু বেণিয়ার পাপলোলুপ চক্ষু হইতে বাহির হইল। ভগবান্ তাহা দেখিলেন। রাজা উৎসাহসহকারে বলিলেন ;—

"সদাগর মহাশয়! আপনি যে ভাবে সে রমণীকে বর্ণনা করিলেন, তাহাতে তাঁহাকে দেববালা বলিয়া বোধ হয়।" সদাগর রাজার কথা শেষ না হইতেই ব্যগ্র হইয়া বলিল ;—

"দেববালা! নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আমি বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার মুখখানি দেখিতে পাই নাই। সর্ব্বদাই "হা প্রাণেশ্বর! হা ধার্ম্মিক রাজন্!" এই তাঁহার রোদনধ্বনি ; সে ধ্বনি শুনিলে পশুও আক্ষেপ প্রকাশ করে ; আমরা ত রক্তমাংসময় বুদ্ধিজীবী জীব।"

রাজা আপনার পতিব্রতা পত্নীর

প্রশংসা শুনিয়া, আপনাকে কৃতার্থন্মন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। অনন্তর সোৎসুকে বলিলেন ;—

"সদাগর মহাশয়! আমি একবার সেই দেবীপ্রতিমা সাধ্বী মূর্ত্তিটীকে দেখিতে ইচ্ছা করি। যদি আপনার মত হয়, তাহা হইলে, আমি আপনার সহিত আজই আপনার বাটীতে যাই।"

সদাগর, রাজার কথায় চরিতার্থ হইয়া রাজাকে আপনার বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপ কপোপকথনে সন্ধ্যা হইল। রাজা ও সদাগর রাজবাটী হইতে বাহির হইলেন।

যথাসময়ে সদাগরের সহিত রাজা সদাগরের বাটীতে পঁহুছিলেন। সদাগর নানাবিধ অভ্যর্থনায় রাজার সন্তোষসাধন করিতে লাগিল। আহারাদির

আয়োজনে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। তাহার মধ্যে সদাগরও ছিল। কিন্তু রাজার কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না,—কোন কথাতেই কর্ণপাত করিতেছিলেন না; কেবল কতক্ষণে পুণ্যময়ী সুমতির সাক্ষাৎ পাইবেন, এই চিন্তা তাঁহাকে উন্মনস্ক রাখিয়াছিল। সাধ্বী সুমতি যে কক্ষে সদাগরকর্ত্তৃক অবরুদ্ধাবস্থায় আপন চক্ষের জলে বুক ভাসাইতেছিলেন, সেই কক্ষের পরকক্ষেই রাজা বসিয়াছিলেন; সুতরাং মধ্যে মধ্যে সাধ্বী সুমতির দীর্ঘনিশ্বাস হা হুতাশ রাজার কর্ণে আসিয়া লাগিতেছিল। ক্ষণপরে সুমতি পুত্রদ্বটীর নামোল্লেখপূর্ব্বক চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার করুণময় দীর্ঘবিলাপে রাজার উৎকুণ্ঠিত হৃদয়কে আরও আলোড়িত করিল। সুমতি বিলাপ করিতেছিলেন;—

"হা ধর্ম্মপ্রাণ রাজন্! কোথায় আপনি? আপনার সরলবিশ্বাস ও ধর্ম্ম-ব্রত উদ্যাপনের পুরস্কারস্বরূপ আজ আপ-নার সহধর্ম্মিণীর এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। এখন কিরূপে কোন্ পুণ্যে আপনার পবিত্র শ্রীচরণে পুনঃ আশ্রয়লাভ পাইব? হা অর্থলুব্ধ কপট সন্ন্যাসি! তোর আশার কুহকাগ্নিতে পড়িয়া, আমার তেমন দেবতা স্বামীর সুচতুরা বুদ্ধি ছাইভস্ম হইয়া গিয়াছে। হা প্রাণেশ্বর! ধর্ম্মের ছলনায় আপনি কপটীর কাপট্যজালে জড়াইয়া পড়িলেন? ধিক্ ধর্ম্মে! যে ধর্ম্মের পরিণাম এত শোচনীয়!"

ধর্ম্মপ্রাণ রাজা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; আপন মহিষী সুমতির মুখে ধর্ম্ম-কুৎসা শুনিয়া, জনান্তিকে ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন;—

"হা সাধ্বি! কর্ম্মের বিপাকে আজ

তুমি কর্ত্তব্যবুদ্ধি হারাইলে? ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি বুঝিতে পারিতেছ না? বৃথা কেন অনুতপ্ত হইতেছ? যে ধর্ম্মের ছলনায় তোমার স্বামী রাজ্যচ্যুত, তোমার পুত্র দুইটী তোমার কক্ষভ্রষ্ট, তুমি স্বয়ং পরগৃহবাসিনী, সেই ধর্ম্মের খুঁটি ধরিয়া থাক, তাহার মুখাপেক্ষী হইয়া আত্মহারা হইয়া থাক, দেখিবে—সেই ধর্ম্মের শেষশয্যা বালুকঙ্করপূর্ণ নহে! কিরূপ সুকুমার কুসুম-নিভ! হায় দেবি! নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমায় কালিমারেখা লেপিতে তোমার পবিত্র মনে ব্যথা লাগিল না? আমি ইহাতেই আশ্চর্য্য হইতেছি।"

রাণী শুনিলেন। পতিপ্রাণা সাধ্বী, স্বামীকণ্ঠনিঃসৃত উপদেশ শুনিয়া কি করিলেন? তাহা বর্ণনাতীত! বরাঙ্গী ধরাসনে আছাড়ি পাছাড়ি খাইতে লাগিলেন। স্বর্ণবপু অশ্রুমিশ্রিত ধূলিতে এক

নবীভাব ধারণ করিল। নিদাঘে প্রদগ্ধ একটী শ্যামালতা বৃষ্টিধারা পাইলে যেরূপ উৎফুল্ল হয়, সেইরূপ স্বাধ্বী সুমতি রাজা ভুবনেশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে বিপদে আনন্দলাভ করিলেন : উচ্ছ্বাসে আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিলেন না। মৃত-প্রায় ব্যক্তি সঞ্জীবনীসুধায় যেমন নবশক্তি প্রকাশ করে, মুমূর্ষাপন্নারাণী,রাজার আগমন জানিতে পারিয়া, তেমনি নবশক্তি লাভ করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন ;—

"মহারাজ! মহারাজ! আপনি এখানে? আমার কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে দেখুন নাথ!"

সে স্বর বজ্র অপেক্ষাও কঠোর। কুসুম অপেক্ষাও কোমল! বিষ অপেক্ষাও তীব্র! অমৃত অপেক্ষাও মধুর! সে দৃশ্য অতি অদ্ভুত! অতি বিস্ময়প্রদ! তৎকালে রাজার অবস্থাও তাই। তিনিও বিভোর

হইয়া ছিলেন! আবেগে তাঁহারও কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইতেছিল। কিছুতেই তিনি হৃদয়ের উদ্বেগ রাখিতে পারিলেন না। উন্মাদের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া বলিলেন ;—

"রাণি! রাণি! আমার আদরিণী সুমতির এ অবস্থা!"

এই বলিয়া অপনার অশ্রুতে বক্ষ সিক্ত করিতে লাগিলেন। সে দৃশ্য অদ্ভুত!

তন্মুহূর্ত্তে সদাগরের গৃহকুট্টিম এক বিভংসধ্বনিতে আলোড়িত হইল। সদাগর, মহারাজের আহার্য্যসংগ্রহে ব্যস্ত ছিল, ইহার মধ্যে যে এত ঘটনা ঘটিবে, তাহা সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। এখন সদাগরের মাথা টলিল। রাজার নিকট ছুটিয়া আসিল। রাজা ভুবনেশ্বর, সদাগরকে দেখিয়া চিরস্থৈর্য্য হারাইলেন। পাগলের ন্যায় তীব্রকণ্ঠে বলিলেন ;—

"দুরাচার বণিক! নরকের কৃমি কীট পাপাশয়! দে, শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দে।"

এই বলিয়া দ্রুতপদে রাণীর প্রকোষ্ঠের কপাটে পুনঃ পুনঃ নিদারুণ পদাঘাত করিতে লাগিলেন। ভীষণ আঘাতে কাষ্ঠের কপাট ভাঙ্গিয়া গেল। বিদ্যুদ্বেগে রাজা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। জীর্ণা-শীর্ণা অশ্রু-অভিষিক্তা সতী সুমতি, রাজার পাদমূলে পতিতা হইলেন। রাজা আবেগে তাপক্লিষ্টা শুভ্রা যূথিকাটী বক্ষে লইয়া ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। সদাগর অবাক্, আড়ষ্ট! অধিকক্ষণ নহে, ক্ষণপরেই আতঙ্কে বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। চৈতন্য যেন ছুটিয়া আসিয়া সদাগরের ঘাড় ধরিয়া, রাজার পদতলে পাতিত করিল, সদাগর রাজার পদধারণ করিয়া কেবলমাত্র বলিল ;—

"মহারাজ! রক্ষা করুন! মহারাজ রক্ষা করুন!"

তখনও রাণী মূর্চ্ছাপন্না। বহুযত্নে রাজা, সুমতির চৈতন্য দান করিলেন। সদাগর তখনও নতজানু হইয়া যোড়করে "রক্ষা করুন, রক্ষা করুন" বলিতেছে, আর দুই চক্ষু হইতে দর দর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতেছে। তদবস্থায় রাজা সদাগরকে অভয় দিলেন, এবং বিলম্ব না করিয়া সুমতিকে লইয়া শকটারোহণে রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শকটে আসিতে আসিতে বহু কথা। প্রথম কথা, দুটী সোণারচাঁদ পুত্রের। রাজারও সে কথা বলিতে বুক কাঁপিতে লাগিল; কিন্তু না বলিলেও নয়। সুমতি ছাড়িবে কেন? কি করেন, অর্দ্ধস্ফুট-ভাষায় আকার-ইঙ্গিতে বলিলেন। সুমতি আছাড় খাইয়া পড়িলেন। হায় রে! জন-

নীর প্রাণ পুত্রের জন্য যে কত কাতর, তা এক পুত্রবতী জননী আর ভগবানই জানেন ; অন্যে তাহার ভাব কি বুঝিবে ? রাজা অনেক সান্ত্বনা দিলেন। কিন্তু সে সান্ত্বনা খরস্রোতে বালির বাঁধ হইল, বরং হৃদয়াবেগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। উভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

শোকে তাপে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। সুমতির স্নানাহার নাই ; কুসুম-কোমলা নির্ম্মলহাসিনী দেবীপ্রতিমা দিন দিন যেন মলিন হইতে লাগিলেন। রাজারও তাই। তবে হৃদয়ে অটল বিশ্বাস যে, মঙ্গলময় হরি, তিনি কখন জীবের অমঙ্গলের বিধান করেন না। তাই সেই বিশ্বাসে তাঁহার একভাবে দিন কাটিতেছে। রাজা,সুমতির শোকাপনোদ-নের জন্য অনেক যত্ন করিতেছেন।

কিন্তু হায়! পুত্রবতীর হৃদয় পুত্রবিহনে কি যে হয়, তাহা অপরে কিরূপে বুঝিবে? সুমতির চোখের জলের বিরাম নাই; বর্ষার নদী দিনরাত্রি সমানভাবে বহিতেছে। মলিন বেশ, রুক্ষ কেশ, আপনার শরীরে কোন মমতা নাই। ঠিক যেন পাগলিনী! এইরূপে অনেক দিন কাটিল। রাজা কিছুতেই সুমতিকে বুঝাইতে পারিতেছেন না। হায়! পুত্রহীনাকে বুঝাইবার কি আছে?

রাজা একদিন সুমতিকে বলিলেন;—

"দেখ প্রিয়ে! আর কাতর হইও না। এ জন্মের মত পুত্রের মুখ ভুলিয়া যাও।"

সুমতির বুকে শেল বাজিতে লাগিল। রাজা পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন;—

"দেখ প্রিয়তমে! আর কেন পুত্রের মায়ায় আপনাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম ভুলিয়া থাকি?"

পতিপ্রাণা সাধ্বী বলিলেন ;—

"নাথ! এখন আমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম কি ?"

রাজা বলিলেন ;—

"অনেক। তাহার মধ্যে উপস্থিত তুমি পুত্রশোকাতুরা। সেইজন্য মনে করিতেছি যে, রাজ্যের অনাথ বালকগুলিকে রাজধানীতে আনাইয়া, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও অধ্যয়ন ভার গ্রহণ করি। তুমি মাতার ন্যায় তাহাদের সেবাশুশ্রূষা কর। তাহা হইলে তোমার উপস্থিত শোকের অনেক উপশম হইবে ও আমাদের অর্থের অনেক সৎকার ঘটিবে। তাহাতে সুমতি আর দ্বিরুক্তি করিলেন না, আনন্দে সহানুভূতি প্রদান করিলেন।

রাজা তৎসম্বন্ধে ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। অল্পদিনের মধ্যে রাজ্যের অনাথবালকমণ্ডলী রাজবাটীতে সমবেত

হইল। রাজা ছাত্রনিবাস প্রস্তুত করাই-লেন। তন্মধ্যে বালকগণ রাজপুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হইতে লাগিল। দয়াবতী সুমতি স্বয়ং বালকগণের সেবা-শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রতিদিন তিন চারিবার করিয়া ছাত্রাবাসে গমন করিতেন। বালকগণের মধ্যে কে কি আহার করিল, কে কি শিক্ষালাভ করিল, কাহার কোন্ বিষয়ে অভাব রহিল, ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতেন। একদিন দেবী সুমতি বালকগণকে দেখিয়া ফিরিয়া যাইতেছেন, এমন সময় ছাত্রাবাসের একটী প্রকোষ্ঠে দুইটি অস্পষ্ট বালককণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তিনি আর প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ না করিয়া, অদূর অন্তরাল হইতে বালক দুইটির কথপোকথন শুনিতে লাগিলেন।

৩

একটি বালক অন্য বালকটিকে বলিতেছে ;—"এ দেশের রাজার মত আর রাজা নাই। অন্য বালকটি বলিল ;—"কেন ?"

প্রথমটি বলিল ;—

কেন জিজ্ঞাসা করিতেছ? রাজার কার্য্যকলাপ দেখিয়া বুঝিতেছ না ? বল দেখি, কোন্ দেশের রাজা এইরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়া, এইরূপভাবে রাজ্যের যাবতীয় অনাথ বালকগণকে প্রতিপালন করে ? কোন্ দেশের রাণী আপনার অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া নিজপুত্রের ন্যায় আমাদিগকে স্নেহ করিতে পারে ?

তখন অপরটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি এমন কথা বলিও না যে, এরূপ স্বার্থত্যাগী রাজা আর নাই। ভাই! তুমি হয় ত উপহাস করিবে, কিন্তু তাহাতে ক্ষতি নাই। কারণ, আমি যাহা বলিব, তাহা

সম্পূর্ণ সত্য। আমিও এক রাজার ছেলে ছিলাম। আমার পিতা একজন মহামান্য রাজা ছিলেন। তুমি এ দেশের রাজার স্বার্থত্যাগ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছ; কিন্তু আমার পিতার স্বার্থত্যাগের কথা শোন। আমার পিতা এক সন্ন্যাসীর মনস্তুষ্টির জন্য, তাঁহাকে রাজ্য দান করিয়া, আমার মাতার সহিত আমাকে ও আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইয়া, ভিক্ষুকবেশে রাজধানী ত্যাগ করেন। পথিমধ্যে এক ধূর্ত্ত বণিক ভাণ করিয়া, আমার মাতার সাহায্যপ্রার্থনা করিলে, আমার পিতা তাহাতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া, আমার মাতাকে প্রদান করিলেন। শুনিতেছ? আমার পিতার হৃদয় কিরূপ!

পুনর্ব্বার প্রথমটি বলিল;—

"তাহার পর কি হইল?"

অপরটি বলিতে লাগিল;—

বণিক আমার মাতাকে শীঘ্র পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া লইয়া গেলেন ; কিন্তু শেষে আর তাহা হইল না। পিতা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া, পরে মাতার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কিছুতেই সন্ধান পাইলেন না। শেষে কি করেন, তিনি আমাদের দুই ভ্রাতাকে লইয়া বন-ভূমি অতিক্রমকরতঃ একটি নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নদীটার খুব প্রবল স্রোত ছিল। পিতা একটু ভাবিত হইলেন। পরে নদীতে অতি অল্পজল বিবেচনা করিয়া, তিনি আমাকে নদী-কিনারায় বসাইয়া, আমার ছোট ভাইটিকে স্কন্ধে করিয়া নদী পার হইতে লাগিলেন। আমি তীরে বসিয়া রহিলাম। পিতা নদী-গর্ভার্দ্ধ অতিক্রম করিয়াছেন, এমন সময় একটা বৃহদাকার ব্যাঘ্র আসিয়া আমায় ধরিল। আমি ভয়ে চীৎকার করিয়া

উঠিলাম। পিতা যেমন আমার ক্রন্দনে চমকিয়া "হায় কি হইল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, অমনি তাঁহার স্কন্ধ হইতে আমার ছোটভাইটি নদীস্রোতে পড়িয়া ভাসিয়া গেল।

অপরটির এই কথাগুলি শেষ হইতে না হইতেই, প্রথমটি কাতরভাবে চীৎকার করিয়া অপরটিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল ;—

দাদা! দাদা! তুমি এখানে?

চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া গেল। বালক গদ্গদকণ্ঠে পুনর্ব্বার বলিল।—

দাদা! আমিই যে তোমার সেই ছোট ভাই। জলে ভাসিয়া গিয়াছিলাম, ধীবরে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছে। দাদা! তুমি কিরূপে বাঘের মুখ হইতে বাঁচিলে?

"এক ব্যাধ আমার জীবনরক্ষা করিয়াছে।" বালক এই কথা বলিয়াই পুনর্ব্বার

চীৎকার করিয়া উঠিল। অপরটিও সেই-ভাবে প্রথমটির গলা ধরিয়া "ভাই ভাই" বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সে দৃশ্য অতি মধুর! হারানিধি যে পাইয়াছে, সেই জানে ইহার আস্বাদ কত মধুর!

স্নেহপ্রবণা সুমতি, এতক্ষণ নীরবে সকল কথা শুনিতেছিলেন, কিন্তু আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার স্নেহপারাবার একেবারে উথলিয়া উঠিল। পাগলিনীর ন্যায় উদ্‌ভ্রান্তভাবে বিদ্যুদ্বেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন,—"বাপ্ রে, আমার, তোরা এখানে? আমি হতভাগিনী মণিহারা ফণিনীর মত দিবারাত্রি হাহাকার করিয়া মরিতেছি।" এই বলিয়া রাজ্ঞী কুমারযুগলকে ক্রোড়ে তুলিয়া, বার বার মুখচুম্বন করিলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন ;—

বাপ্‌রে, আমি তোদের সেই অভাগিনী জননী, আর এই দেশের মহারাজই তোদের পিতা।

বালক দুইটিও রাজ্ঞীকে জড়াইয়া ধরিয়া "মা মা" বলিয়া ফুকারিয়া ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবিলম্বে সমস্ত ঘটনাই মহারাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি শীঘ্র চরদ্বারা বালকদ্বয়ের অভিভাবক ব্যাধ ও ধীবরকে আনয়ন করিয়া, তাহারা কিরূপে বালকদ্বয়কে পাইয়াছিল, তদ্বিবরণ অবগত হইলেন। অনন্তর উক্ত বালকদ্বয়ই যে তাঁহার ঔরসজাত সেই কুমারযুগল, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। নিখিলবস্তুর সংযোগবিয়োগকারী বিশ্বপতির অনন্তকৌশলে, রাজ্যচ্যুত পুত্রপত্নীবিয়োগী মহারাজ ভুবনেশ্বর, নূতন রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া আজ আবার স্ত্রীপুত্রের সম্মিলনসুখে পরম সুখী হইলেন।

তখন তাঁহার সেই শান্তিরাজ্যের সীমা সমগ্র স্বর্গরাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

দেখিতে দেখিতে দ্বাদশবৎসর অতীত হইয়া গেল। একদিন রাজা মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,"আজ দ্বাদশবৎসর গত হইল, শৈশবের ক্রীড়াভূমি, শৈশবের প্রমোদ উত্থান, সম্পদের গৌরবস্থল—স্বর্গাপেক্ষা গরীয়সী মাতৃভূমি চক্রধরপুরের মনোরম দৃশ্য দর্শন করি নাই। সেই অমরবাঞ্ছিত ধাম একবার দেখিতে ইচ্ছা হয়।" মহারাজ এইরূপ চিন্তা করিয়া, একমাসের জন্য পার্ব্বত্যপ্রদেশের শাসনভার প্রধান কর্ম্মচারীর প্রতি দিয়া, শীঘ্রই সপরিবারে চক্রধরপুরে গমন করিলেন। রাজা যে সময় চক্রধরপুরে পঁহুছিলেন, তখন চক্রধরপুরের অবস্থা শোচনীয়। যে সন্ন্যাসীকে মহারাজ ভুবনেশ্বর, চক্রধরপুর দান করিয়া আসিয়াছিলেন, সেই সন্ন্যাসীর

রাজোচিত গুণ না থাকায় সে রাজ্যের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। রাজ্যবাসিগণ সন্ন্যাসীর কার্য্যে রাজদ্রোহী হইয়া তাঁহার বিনাশসাধনে কৃতসংকল্প হইয়াছিল। সন্ন্যাসীও প্রাণ লইয়া পলায়নের চেষ্টায় ছিলেন।

এইরূপ পূর্ণ অশান্তির সময় ভুবনেশ্বর, মাতৃভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া, রাজ্যবাসী সকলেই তাঁহার নিকট আসিল এবং সন্ন্যাসীর অমানুষিক অত্যাচারের কথা নিবেদন করিতে লাগিল। উত্যক্ত সন্ন্যাসীও রাজার আগমন-সংবাদ শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং ব্যস্তভাবে বলিলেন ;—

মহারাজ! আশীর্ব্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হউন। এক্ষণে আমার একটী অনুরোধ রক্ষা করুন। আমি অতিশয় বিপন্ন।

আমার রাজ্যভোগের আকাঙ্ক্ষা য়াছে। এ রত্নসিংহাসনাপেক্ষা শুষ্ক পত্র-বিহীন তরুতলও অনেক শান্তির আরাম-ভূমি। আপনার রাজ্য আপনি গ্রহণ করুন।

রাজা অনেক আপত্তি করিলেন, সন্ন্যাসী কিছুতেই শুনিলেন না ; "আমার রাজ্য আমি আপনাকে দান করিলাম," বলিয়া তড়িদ্বেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

তখন ধর্ম্মপ্রাণ রাজা ইহাই মনে মনে স্থির করিয়া লইলেন যে, মঙ্গলময় হরি আমাকে একটি নূতন রাজ্য দান করি-বার জন্যই এত খেলা খেলিলেন।

সাজ ও কাজ।

পুরা কালে শিখাবতীনগরে রামদেব নামে জনৈক নরপতি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক, সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ ভূপতি তাঁহার পূর্ব্বে কেহই শিখাবতীর অমর-বাঞ্ছিত সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। মহারাজ রামদেব দয়াদাক্ষিণ্য, স্বদেশ-হিতৈষিতা প্রভৃতি নানাবিধ সদ্গুণে বিভূষিত ছিলেন। যে যাহা বাসনা করিয়া আসিত, মহারাজ রামদেব তাহার সে বাসনা পূর্ণ করিতেন। তাঁহার শাসন-সময়ে শিখাবতীতে কখন দুর্ভিক্ষ হয় নাই। প্রজালোক মনের আনন্দে সুশাসিত অতস্কর রাজ্যে স্ত্রীপুত্রপরিবারবর্গের সহিত সুখে কালাতিপাত করিত। সকলেই কায়মনোবাক্যে ভগবানের নিকট রাজার দীর্ঘজীবন কামনা করিত। একদা

মহারাজ রামদেব রাজকার্য্য শেষ করিয়া, মন্ত্রিগণের সহিত কথপোকথন করিতেছেন, এমন সময় দৌবারিক আসিয়া সংবাদ দিল, "মহারাজ! জনৈক বহুরূপী ভিক্ষার্থী হইয়া, দ্বারে সমাগত হইয়াছে।" রাজা বলিলেন, "তাহাকে আসিতে দাও।" দৌবারিক চলিয়া গেল; কিয়ৎক্ষণ পরে বিষ্ণুরূপধারী বহুরূপী রাজসভায় উপস্থিত হইলে, সকলেই সোৎসুকনেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মহারাজ রামদেব বিষ্ণুভক্ত ছিলেন; তিনি বহুরূপীকে উপাস্যদেবের রূপ ধারণ করিয়া আসিতে দেখিয়া, পরম পরিতোষ লাভ করিলেন, এবং তাহার সাজসজ্জা দেখিয়া বলিলেন, "শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু, চতুর্ভুজ। এ ব্যক্তি মানব, ইহার দুইটি হস্ত প্রকৃতিদত্ত; অবশিষ্ট কৃত্রিম হস্তদুইটি এরূপভাবে সংযোজিত হইয়াছে যে, সকল হস্তগুলিই যেন

একই দেহ হইতে নির্গত হইয়াছে, যুক্তকর বলিয়া কোনরূপেই স্থির করা যায় না। ইহার সাজসজ্জা প্রসংশনীয়।” সভাসদ্‌গণ সকলেই মহারাজের বাক্যের অনুমোদন করিলেন। মহারাজ কোষাধ্যক্ষকে ডাকিয়া বলিলেন,—“কোষাধ্যক্ষ! আমি এই বহুরূপীর কার্য্যে বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছি, ইহাকে একটী সুবর্ণমুদ্রা প্রদান কর।” কোষাধ্যক্ষ অচিরে রাজাজ্ঞা পালন করিলে, বহুরূপী মনের আনন্দে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। ইহার পর হইতেই ঐ বহুরূপী কখন শিব, কখন দুর্গা, কখন কালী ইত্যাদি বিভিন্নরূপে মহারাজের নিকট উপস্থিত হইত, মহারাজও প্রত্যেক বার এক একটী সুবর্ণমুদ্রাদানে তাহাকে বিদায় করিতেন। পরিশেষে একদিন বহুরূপী ইন্দ্ররূপ ধরিয়া শিখাবতীশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিনি সে দিন

তাহার গুণের প্রশংসা করিয়া,একটী স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিয়া রহস্য করিয়া বলিলেন —"বহুরূপি ! তুমি ত সময়ে সময়ে নানা প্রকার দেবদেবীর মূর্ত্তি ধরিয়া আমার নিকট আগমন কর, আমিও তোমাকে যৎসামান্য পুরস্কার প্রদান করিয়া থাকি ; ইহাতে তোমার দারিদ্র্যযন্ত্রণা দূর হইবার সম্ভাবনা নাই। অতঃপর তুমি যখন এখানে আমার নিকট প্রার্থী হইয়া আসিবে, তখন যদি এরূপ কোন রূপ ধারণ করিয়া আসিতে পার, যাহাতে আমি তোমাকে সেই বহুরূপী বলিয়া চিনিতে বা জানিতে না পারি, তাহা হইলে আমি তোমাকে এমন পুরস্কার প্রদান করিব, যাহাতে তোমার পুত্রপৌত্রাদিরও অন্নবস্ত্রের ক্লেশ উপস্থিত হইবে না।" বহুরূপী করযোড়ে 'রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য' বলিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

মানব মন চিন্তার আকর। প্রতিদিন মনোমধ্যে কত প্রকার ভাবনা তরঙ্গাকারে একটীর পর একটী আঘাত করিয়া চলিয়া যাইতেছে। প্রবল ঝটিকায় যেমন সাগরবারি বিক্ষোভিত হইয়া, তীরভূমি ভঙ্গকরতঃ ধাবিত হয়, মানবেরও মনে সেই প্রকার প্রবল চিন্তা উপস্থিত হইয়া, স্বাস্থ্যসুখস্বচ্ছন্দতা নষ্ট করিয়া, মানুষকে বিভিন্ন পথের পথিক করিয়া লইয়া যায়। এই মন্দস্বভাবা চিন্তা গৃহীকে যোগী, যোগীকে গৃহী, বন্ধ্যাকে পুত্রবতী, পুত্রবতীকে বন্ধ্যা, ধনীকে নির্ধন, নির্ধনকে ধনী, সচ্চরিত্রকে অসচ্চরিত্র, অসচ্চরিত্রকে সচ্চরিত্র, নরকের কীটকে স্বর্গের দেবতা, স্বর্গের দেবতাকে নরকের কীট করিয়া, আপনার সর্ব্বজনীন আধিপত্য বিস্তার করে। এই রাক্ষসীর হস্তে কাহারও নিস্তার নাই

আজি ভিক্ষান্নভোজী ভিক্ষুক বহুরূপীও এই মায়াবিনীর প্রবল অধিকারে পদার্পণ করিল। কি উপায়ে রাজা তাহাকে চিনিতে না পারে, এই চিন্তাই তাহার মনোমধ্যে প্রবল হইল। সংসারে যিনি যে বিষয় অধিক চিন্তা করেন, কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিলে, প্রায়ই তিনি সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। বহুরূপীসম্বন্ধে এই সাধারণ নিয়মের অন্যথা হইল না। অবিলম্বে উপায় উদ্ভাবিত হইল। বহুরূপী তাহার পরিবারবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"দেখ, কোন কার্য্যবিশেষে আমাকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে, আমি তথায় দুইবৎসর কাল থাকিব। তোমরা আমার জন্য কোন চিন্তা করিবে না। ভিক্ষালব্ধদ্রব্যসামগ্রী এবং অর্থাদি যাহা রাখিয়া যাইতেছি, ইহাতে তোমাদের দুইবৎসরকাল অনায়াসে ভরণপোষণ

চলিতে পারিবে।” বহুরূপী এইরূপে পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দিয়া, গৃহ হইতে বহির্গত হইল। বহুরূপী কোথায় গেল, কি কার্য্যে গেল. তাহা কেহই জানিল না। কতকদূর গমন করিয়া বহুরূপী গ্রাম্যপথ পরিত্যাগ করিল। একটী পথ গ্রামের প্রান্তভাগ হইতে কাননাভিমুখে গমন করিয়াছে, বহুরূপী সেই পথ ধরিয়া চলিল। সে গমনের আর বিরাম নাই। অবিশ্রান্তগতিতে চলিল। কয়েকদিন এইরূপে গমন করিয়া পার্ব্বতীয় বনভূমি দেখিতে পাইল। সেই গহনঅরণ্যে মনুষ্যের আদৌ সমাগম নাই। দূরে কাননের মধ্যভাগ হইতে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুগণের ভীষণ ভৈরব শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। নানাজাতীয় বিহঙ্গম, তরু-শাখা আশ্রয় করিয়া, মনের আনন্দে গান

করিতেছে। শাল, তাল, পনস, আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ সকল দেহ উন্নত করিয়া, পত্রদ্বারা শূন্যমার্গ সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। কোথায় বা সুস্নিগ্ধকায়া লতিকা বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকলকে আলিঙ্গন করিয়া, পুষ্পমুকুলে হৃদয়ের প্রীতি প্রদর্শন করিতেছে। পার্ব্বতীয় নির্ঝর হইতে নির্ম্মল জলধারা রজতধারার ন্যায় তরতরবেগে নিম্নপ্রদেশাভিমুখে ফণীন্দ্রগতিতে প্রধাবিত হইতেছে; এই সকল মনোরম দৃশ্য দর্শন করিয়া, বহুরূপী বড়ই আনন্দিত হইল। সংসারকারার দুঃখ, স্ত্রীপুত্র-পরিবারবর্গের চিন্তা, তাহার মন হইতে দূরীভূত হইল। বহুরূপী মনের আনন্দে একটী পর্ব্বতকন্দরে আশ্রয় লইয়া বাস করিতে লাগিল। বনভূমির স্বভাবজাত সুপক্ক ফলমূল, নির্ঝরের নির্ম্মল বারি তাহার খাদ্য হইল। এইরূপে এক বৎসর

গত হইলে, বহুরূপীর শরীরেরও পরিবর্ত্তন ঘটিল। মস্তকের শ্বেত ক্ষুদ্র কেশ পৃষ্ঠ-দেশ পর্য্যন্ত লম্বিত হইল। তৈলাভাবে শুভ্র কেশদাম জড়িত হইয়া, জটায় পরিণত হইল। পরিশ্রমে কুঞ্চিত ললাট এখন বিস্তৃত বোধ হইতে লাগিল। নীহার-শুভ্র শ্মশ্রু বক্ষদেশ চুম্বন করিল। দেহের শ্যামবর্ণ, গৌরকান্তিতে পরিণত হইল। সংসারী বহুরূপী আজ যোগী সাজিল। তাহাকে দেখিয়া পরম তাপস ভিন্ন আর কিছুই বোধ হইল না। তাহার প্রশান্ত মুখশ্রী, অচঞ্চল নয়ন, সুচিরাভ্যস্ত গাম্ভীর্য্য, যত্নলব্ধ মৃদুবচন, তাহার সন্ন্যাসী-বেশের অতীব উপযুক্ত হইল। ক্রমে আরও এক বৎসর গত হইলে, বহুরূপী পর্ব্বতকন্দর হইতে বহির্গত হইয়া, শিখা-বতীর পথে গমন করিতে লাগিল। বহু-রূপীর বেশ ধারণ করিয়া, বহুরূপী যতবার

এই পথে গমন করিয়াছে, ততবারই পশ্চাৎ পশ্চাৎ কত বালকবালিকা করতালি দিয়া "হো হো" করিয়া, তাহার সহিত ধাবিত হইয়াছে। কিন্তু আজ আর সেরূপ নাই; আজ আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সংসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিতেছে। সকলেই দূরে দাঁড়াইয়া, স্থিরচিত্তে সন্ন্যাসীর অপূর্ব্বমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতেছে। তাপস কিছুদিন পরে শিখাবতীর রাজপ্রাসাদের নিকবর্ত্তী হইলেন। তথায় একটী বিস্তৃত সুরম্য উদ্যানের মধ্যে একটী নির্ম্মলতোয়া দীর্ঘিকার তীরে বটবৃক্ষমূলে দীপিচর্ম্ম বিস্তার করিয়া,তদুপরি উপবেশন করিলেন।

ক্রমশঃ সন্ন্যাসীর সংবাদ হাটে, ঘাটে, বাজারে চারিদিকেই হইতে লাগিল। দলে দলে লোক জুটিয়া, সন্ন্যাসীকে দেখিতে আসিল। কত খাদ্য আনিয়া সন্ন্যাসীর

পদতলে লুণ্ঠিত করিল, কিন্তু সন্ন্যাসী কাহারও সহিত কথা কহিলেন না বা কাহারও কোন দ্রব্য স্পর্শ করিলেন না। সকলেই সন্ন্যাসীর প্রশান্তমূর্ত্তি ও ত্যাগ-স্বীকারে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, স্ব স্ব গৃহে গমন করিল। সকলেই মনে করিল, এমন সন্ন্যাসী আর কখন শিখাবতী নগরে আগমন করেন নাই। ক্রমশঃ লোকপরম্পরায় এই সন্ন্যাসীর রূপ-লাবণ্য, গুণ ও স্বার্থত্যাগের কথা রাজার কাণে উঠিল। তিনি সন্ন্যাসীর পরীক্ষার জন্য, একটী থাল স্বুবর্ণমুদ্রায় পূর্ণ করিয়া, অতি নির্জ্জন সময়ে সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া সন্ন্যাসীর প্রতি অতি সম্মান প্রদ-র্শন করিলেন। তাহার পর স্বুবর্ণ মুদ্রা-পূর্ণ থালাটী লইয়া তাপসের সম্মুখে স্থাপনকরতঃ, বিনয়বচনে কহিলেন—

"প্রভো! এ অধম এই দেশের অধীশ্বর; আপনার চরণদর্শনার্থ এই স্থানে আসিয়াছি।" তাপস,রাজবাক্যের কোন প্রত্যুত্তর দান করিলেন না; বরং প্রশান্তভাবে সস্নেহ-নয়নে রাজার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তাহার পর সুবর্ণমুদ্রাপূর্ণ থালাটী হস্তে লইয়া সবেগে নিকটস্থ সুগভীর কূপে নিক্ষেপ করিলেন। রাজা রামদেব, সন্ন্যাসীর এই কার্য্য দেখিয়া, একেবারে মনে মনে যারপরনাই আপন বুদ্ধিতে দোষারোপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা বিনীতবচনে কহিলেন;—"প্রভো! এ অধীনের অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমি আপনার প্রতি অতিশয় দুর্ব্যবহার করিয়াছি; কৃপা করিয়া ক্ষমা করুন।" সন্ন্যাসী ঈষৎ হাসিলেন; কিন্তু রাজার সহিত কোন কথা কহিলেন না। রাজা কিয়ংক্ষণ অপেক্ষা

করিয়া সন্ন্যাসীকে প্রণামকরতঃ দীর্ঘ-
নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, রাজপ্রাসাদাভি-
মুখে গমন করিলেন। রাজার মনো-
কষ্টের আর অবধি রহিল না। পর-
দিন যথাসময়ে রাজা সিংহাসনে আরো-
হণ করিয়া বিচার করিতেছেন, এমন
সময় প্রতিহারা আসিয়া সংবাদ দিল,
মহারাজ দিব্যলাবণ্যপরিশোভিত জনৈক
পুরুষ আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে
আসিয়াছেন। রাজা বলিলেন,—"আসিতে
বল।" অবিলম্বে আগন্তুক রাজার সম্মুখে
আসিয়া প্রণাম করিলেন। রাজা, আগ-
মনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, অভ্যাগত
কহিল,—"মহারাজ! আপনার পূর্ব্ব প্রতি-
শ্রুতবাক্য রক্ষা করিয়া,দরিদ্রের প্রতি কৃপা
প্রকাশ করুন।" রাজা অধিকতর বিস্ম-
য়ের সহিত কহিলেন,—"আমার পূর্ব্বপ্রতি-
শ্রুত বাক্য? তুমি কি বলিতেছ? ভাল

করিয়া বুঝাইয়া বল।" অভ্যাগত ব্যক্তি বলিল,—"মহারাজ! আমি সেই বহুরূপী। দুই বৎসর পূর্ব্বে নানা দেবদেবীমূর্ত্তি ধরিয়া, আপনার নিকট উপস্থিত হইতাম; আপনিও আমার সাজসজ্জার প্রশংসা করিয়া, প্রতিদিন এক একটী সুবর্ণমুদ্রা-দানে আমাকে বিদায় করিতেন। শেষে একদিন ইন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া আপনার নিকট সমাগত হইলে, আপনি রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিলেন,বহুরূপি! তুমি প্রায়ই নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার নিকট আগমন কর, আমিও তোমাকে যৎসামান্য পুরস্কার দিয়া বিদায় করি; কিন্তু তাহাতে তোমার দুঃখ ঘুচিবে না। যদি তুমি এমন কোন সাজে সজ্জিত হইতে পার, যাহাতে আমি তোমাকে, তুমি যে সেই বহুরূপী, ইহা কোন মতে চিনিতে বা জানিতে না পারি, তাহা

হইলে তোমাকে এমন পুরস্কার প্রদান করিব, যাহাতে তোমার পুত্রপৌত্রাদিও অন্নবস্ত্রের ক্লেশ পাইবে না। মহারাজ! আমি আপনার কথামত তাহাই করিয়াছি। দেখুন, এখনও আপনি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না। মহারাজ! আমি দুই বৎসর পূর্ব্বের সেই বহুরূপী, যাহাকে আপনি গত কল্য মহা-সত্ত্বময় সন্ন্যাসীভ্রমে স্বহস্তে থালাপূর্ণ স্বুবর্ণ-মুদ্রা দিয়াও সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। এক কথা বলিলে, মহারাজের বিশ্বাস হইবে, আমিই মহারাজপ্রদত্ত থালাপূরিত স্বর্ণমুদ্রা কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। এখন লক্ষ্য করিয়া দেখুন, আমি সেই সন্ন্যাসী কি না, এবং দুইবৎসর পূর্ব্বের বহুরূপী কি না? মহারাজ চলিয়া আসিলে, আমি ক্ষৌরকার্য্য শেষ করিয়া, বাটিতে রাত্রিযাপনকরতঃ অদ্য প্রাতে

আপনার প্রতিশ্রুতির বিষয় আপনাকে স্মরণ করাইবার জন্য রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে দাসের সমুদয় অপরাধ মার্জ্জনা করুন।” বহুরূপী যখন এই সকল কথা বলিতেছিল, তখন রাজা [illegible] পর নাই বিস্মিত হইয়া, [illegible] দমস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। [illegible] অবয়বের সাদৃশ্যদর্শনে ও সুবর্ণমুদ্রা [illegible]ণকথনে তাহার প্রতি রাজার আর অবিশ্বাসের কোন হেতু রহিল না। কারণ, রাজা যখন সুবর্ণমুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন; তখন অতি নির্জ্জন। একমাত্র সন্ন্যাসী ভিন্ন অন্য কেহই তথায় ছিল না; সুতরাং রাজা [illegible] বলিলেন, “বহুরূপি! যদি [illegible] সেই তাপস সাজিয়াছিলে, তাহা হইলে সুবর্ণমুদ্রার থালাটি কূপে নিক্ষেপ করিলে কেন? তুমি ত সেইগুলি গ্রহণ করিলেই তোমার বংশপরম্পরায় সুখে

স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিতে।”
বহুরূপী বলিল, “মহারাজ! যেমন সাজে
সজ্জিত হইতে হয়, কার্য্যও তদনুযায়ী
করা আবশ্যক; নতুবা লোকের বিশ্বাস
জন্মিবে কেন? মহারাজ! যদি আমি
সেই সুবর্ণমুদ্রাগুলি গ্রহণ করিতাম, তাহা
হইলে কি আপনি তাদৃশ অনুতপ্ত হইয়া,
ফলমূলাহারী সন্ন্যাসীর চরণতলে প্রণত
হইতেন? নরেন্দ্র! আপনি সিংহাসনে
আরোহণ করিয়া যদি রাজোচিত গাম্ভী-
র্য্যের সহিত সুবিচার না করিতেন, তাহা
হইলে কি অমরাবতীতুল্য এই শি[illegible]
নগরীর প্রজাকুল আপনার এত বশীভূত
থাকিত? মহারাজ! এই ধরাতলে যিনি
যখন যে ভাবে সজ্জিত হন, যদি তিনি
সেই সজ্জার অনুযায়ী কাজ না করেন,
তাহা হইলে তাঁহাকে সকলের নিকট
ঘৃণিত হইতে হয়। রাজন্! সেই জন্যই

এই নরাধম আপনার প্রদত্ত সুবর্ণমুদ্রাগুলি কূপে নিক্ষেপ করিয়াছে। রাজা রামদেব, বহুরূপীর স্পষ্ট কথায় তুষ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে বার্ষিক তিন সহস্রমুদ্রা আয়ের এক খানি গ্রাম নিষ্কররূপে প্রদান করিলেন। বহুরূপী আনন্দে রাজভক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রস্থান করিল। রাজা মনে মনে কহিলেন, সাজ ও কাজের পুরস্কার আমার রাজ্য অপেক্ষাও মূল্যবান্।

মোহনিরসন।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মুর্শিদাবাদে যখন নবাব নিজাম্‌উদ্দৌলা অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন পূতসলিলা জাহ্নবীর পরপারে মুর্শিদাবাদের ঠিক বিপরীতদিকে একটী ক্ষুদ্র স্থান বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল। তথায় এক পরমধার্ম্মিক স্বধর্ম্মনিরত নিষ্ঠাবান্

দরিদ্র ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক বাস করিতেন। ভিক্ষাবৃত্তিই সেই ব্রাহ্মণের একমাত্র জীবিকা ছিল। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, প্রাণ ভরিয়া ভগবানের নামোচ্চারণপূর্ব্বক নদীর পর-পারস্থিত নগরে ভিক্ষার্থ গমন করি-তেন। ব্রাহ্মণের অনন্যসাধারণ পবিত্র-তায় পথিক, ব্যবসায়ী ও গৃহস্থগণ যার-পরনাই মুগ্ধ হইতেন ; সুতরাং নিরাশ্রয়ের আশ্রয় পতিতপাবন পরমেশ্বরের রাজ্যে, ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া অবিলম্বে তণ্ডুলাধার পূর্ণকরতঃ, মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই নিজগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন। পতিপরায়ণা সাধ্বী ব্রাহ্মণী, কুটীরে অরণ্যজাত শাকমূল রন্ধন করিয়া, ব্রাহ্মণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিয়া, মধ্যাহ্নে স্নানাহ্নিক সমাধাপূর্ব্বক, দিবসের অবশিষ্ট সময় পত্নীর সহিত শাস্ত্রালাপে

ও ঈশ্বরারাধনায় অতিবাহিত করিতেন।

এইরূপে ব্রাহ্মণের তেজোময় যৌবনদশার উপসংহার হইল। ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে প্রৌঢ়ের শান্তিময় ক্রোড়মূলে উপনীত হইলেন। যৌবনের অসাধারণ বল, অপূর্ব্ব দেহলাবণ্য, বর্ষান্ত নদীস্রোতের স্থায় ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের কোন সন্তানাদি হইল না; সুতরাং ব্রাহ্মণ মনে মনে বড় ক্ষুণ্ণ হইলেন। অনতিদূরবর্ত্তী জরাক্রমণে কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে, এই ভাবনায় ব্রাহ্মণের প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ, করযোড়ে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন; তাঁহার আন্তরিক অকৃত্রিম প্রার্থনা ভগবানের পাদমূলে উপনীত হইল।

দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণী গর্ভবতী হই-

লেন; ব্রাহ্মণের আশাশূন্য হৃদয়-মরুতে শান্তির পবিত্র প্রস্রবণ উচ্ছ্বসিত হইল। ব্রাহ্মণ দিন গণিতে লাগিলেন। ক্রমে দশমাস অতিবাহিত হইল। যথাকালে ব্রাহ্মণী একটি শশধরপ্রতিম নবকুমার প্রসব করিলেন। কিন্তু হায়! দুঃখ যাহার চিরসহচর, ভাগ্য যাহার বিরোধী, কর্ম্মফল যাহার মন্দ, তাহার আবার সুখ কোথা হইতে হইবে? দরিদ্র ব্রাহ্মণ পুত্রধন লাভ করিয়াই পত্নীহারা হইলেন। ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থল অশ্রুতে ভাসিতে লাগিল। তদবস্থায় পত্নীর সৎকার করিয়া ব্রাহ্মণ, হতাশহৃদয়ে পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; সে ক্রন্দনের স্বর কাহারও কর্ণগোচর হইল না,—বনস্থলীর অন্তর্গর্ভে কাঁপিয়া কাঁপিয়া শূন্যে মিশিয়া গেল। ব্রাহ্মণের ভিক্ষা বন্ধ হইল। অরণ্যজাত যৎসামান্য ফলমূলই এখন ব্রাহ্ম-

ণের একমাত্র জীবিকা, নবজাতপুত্রের সেবাশুশ্রূষাই একমাত্র কর্ত্তব্য, এবং মৃত-পত্নীর চিন্তাই একমাত্র আরাধনা হইল।

নিষ্ঠুর সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। দেখিতে দেখিতে পত্নীশোকমগ্ন ব্রাহ্মণের এক বৎসর গত হইল। ব্রাহ্মণের চিন্তাস্রোত অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত হইল। শারদীয় পূর্ণশশধরসন্নিভ পুত্রের মুখ-কমল দেখিয়া, ব্রাহ্মণ ক্রমশঃ নব আশার রাজ্যে পদার্পণ করিতে লাগিলেন। দ্বিজ-তনয় দিন দিন শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। ঈশ্বরপরায়ণ, পরমধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ একেবারে মায়ামোহের দাস হইয়া পড়িলেন।

একদিন ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে পুত্রের পরিচর্য্যা করিতে করিতে ভাবিতে লাগি-লেন, "হায়! আমি কি করিতেছি? পুত্রের

জন্য সব হারাইলাম !” ভগবানোদ্দেশে কহিলেন, “হে ভগবন্। তোমার পবিত্র নাম যে দিনের মধ্যে একবার স্মরণ করিব, তাহারও যে একটু সময় পাই না ! ভীষণ সংসারদাবানলে সব ভস্ম হইয়া গেল ! আমি জালে জড়িত হইলাম ! যে হস্তযুগলে পুষ্পচয়নপূর্ব্বক তোমার পূজা করিতাম, সেই হস্ত এখন পুত্রের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। হে নারায়ণ ! পুত্রলাভের কি এই পরিণাম !” এমন সময় ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে, তাঁহার গৃহভিত্তিতে একটী টিক্‌টিকি চলিয়া যাইতেছে। আবার ক্ষণপরেই দেখিলেন, সেই টিক্‌টিকির গর্ভনিঃসৃত একটী ডিম্ব ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া ভগ্ন হইয়া গেল, এবং সেই ডিম্ব হইতে একটী টিক্‌টিকিশাবক বহির্গত হইয়া, সম্মুখস্থ দুই একটী ক্ষুদ্রকীট ভক্ষণপূর্ব্বক সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল।

ব্রাহ্মণ অদ্যোপান্ত সকলই দেখি-লেন।

ব্রাহ্মণের মোহজাল বিচ্ছিন্ন হইল। পূর্ণ বৈরাগ্য আসিয়া হৃদয়কন্দর পরিপূর্ণ করিল। ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এ সংসারে কেহই কাহারও নয়। স্ত্রীপুত্র আত্মীয়স্বজন সকলই ক্ষণস্থায়ী। সময় পূর্ণ হইলে, কেহই কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। সংসার-রূপ ক্রীড়াভূমিতে সকলেই খেলা করিয়া যাইতেছে। আমি খেলা খেলিতে আসিয়াছি, খেলা করিয়া যাইব; কিন্তু তাহার পরিণাম কি তাহা ভাবিয়াছি কি? কখন ভাবিলাম, দয়াময় ভগবন্! আজ ত শিক্ষা পাইলাম। তবে এ শিক্ষা ভুলি কেন? এই ত দেখিলাম, টিক্‌টিকিশাবক জন্মগ্রহণ করিল, আপনার খাদ্য আপনি বাছিয়া লইল, আপনিই আত্মরক্ষা করিতে

শিখিল, কেহই ত তাহার সাহায্য করিল না, সে ত কাহারও সাহায্য প্রার্থনা করিল না! তবে কেন আমি পুত্রের জন্য আপনার পরিণামের কার্য্য ভুলিয়া থাকি!" ব্রাহ্মণের অকস্মাৎ মনের পরিবর্ত্তন ঘটিল। পুত্রটীকে একটী বৃক্ষমূলে স্থাপন করিয়া, তথা হইতে বেগে প্রস্থান করিলেন। পুত্র বৃক্ষমূলে থাকিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল; সেই ক্রন্দনে পশুপক্ষীকীটপতঙ্গ বিচলিত হইল, কিন্তু ব্রাহ্মণের হৃদয় টলিল না। দেখিতে দেখিতে বনস্থলীর চিরহরিৎ---অনন্তগর্ভে কোথায় বিলীন হইয়া গেলেন!

হায়! পিতৃমাতৃবর্জ্জিত অনাথ বালক, বৃক্ষমূলে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। হে দীনবন্ধু নিরাশ্রয়ের আশ্রয় মধুসূদন! তুমি ভিন্ন এ বিজনবিপিনে এ দুর্ভাগার রোদন আর কে শুনিবে? যৎকালীন ব্রাহ্মণকুমার রোদন

করিতেছিল, সেই সময় সেই বনে মৃগ-
য়ার্থী মুর্শিদাবাদের নবাব নিজামউদ্দৌলা
সসৈন্যে যাইতেছিলেন। নিবিড় বনমধ্যে
বালকের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া, নবাব
স্বয়ং উজীরের সহিত শব্দানুসরণ করিয়া
তথায় উপস্থিত হইলেন। আসিয়া দেখি-
লেন যে, একটী নয়নানন্দকর প্রফুল্লকমল
বালক, বৃক্ষমূলে পড়িয়া ক্রন্দন করিতেছে।
নবাব স্নেহপ্রণোদিত হইয়া, বালকটীকে
ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন, "উজীর! তুমি
এই বনে প্রায়ই মৃগয়ার্থ আগমন করিয়া
থাক, কিন্তু এ বালক কে? কি জন্যই বা
এখানে এরূপভাবে পড়িয়া রহিয়াছে, বলিতে
পার কি?" উজীর এই পুত্রত্যক্ত ব্রাহ্মণকে
চিনিতেন, এবং ব্রাহ্মণের পত্নীবিয়োগ ও
ইহার জন্মবিবরণ সকলই জানিতেন। উজীর
নবাবকে সকল বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলেন;
কিন্তু বালক কি কারণে এরূপভাবে পতিত,

তাহা বলিতে পারিলেন না। তবে অনু-
মান করিয়া বলিলেন যে,"বোধ হয় ব্রাহ্মণ
কোন কার্য্যবশতঃ পুত্রকে এইস্থানে রাখিয়া
কোথাও গমন করিয়াছেন।" দয়াবান্
নিজামউদ্দোলা দয়াপরবশ হইয়া বলিলেন,
"উজীর! তুমি সৈন্যগণের সহিত বনভূমি
প্রদর্শন কর, ব্রাহ্মণকে অনুসন্ধান করিয়া
যদি দেখিতে পাও, তাহা হইলে বালককে
তাহাকে অর্পণ করিয়া মুর্শিদাবাদে
প্রত্যাবর্ত্তন্ করিবে। যদি না দেখিতে
পাও, দুই দিবস অন্তে বালককে মুরশিদা-
বাদে লইয়া যাইবে।" এই বলিয়া নবাব
উজীরকে বালকটী অর্পণ করিয়া, তথা
হইতে প্রস্থান করিলেন।

উজীর, নবাবের আদেশমত বনের চারি-
দিকে ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু
কোথাও ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পাইলেন না।
পরিশেষে ক্ষুন্নহৃদয়ে প্রভুর আদেশমত

তথায় দুই দিবস অতিবাহিত করিয়া, বালকটীকে মুরশিদাবাদে নবাবের নিকট লইয়া গেলেন। বুদ্ধিমান্, ধর্ম্মভীরু নবাব, বালকের জাতিধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া, একটী সুরম্য অট্টালিকায় ব্রাহ্মণ-দাসদাসী দ্বারা বালকটীর প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কালে সেই ব্রাহ্মণকুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, নবাবের অনুগ্রহে সুশিক্ষিত ও একটী সম্মানজনক রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, মুর্শিদাবাদমধ্যে একজন গণ্যমান্য সঙ্গতিশালী লোক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সৎস্বভাব ও সদাচরণে মুর্শিদাবাদবাসিগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া, শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এদিকে ঐ পুত্রত্যক্ত ব্রাহ্মণ, বহুকাল পরে জাহ্নবীর পরম পবিত্র কূলে সিদ্ধিলাভ করিয়া, মনের আনন্দে যে স্থানে নিজের প্রিয়নিকেতন পর্ণকুটীর ছিল,

তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখি
লেন, কুটীরের চিহ্নমাত্র নাই, কেবল দুই
একটি পরিচিত বৃক্ষ বিশাল দেহ সমুন্নত
করিয়া, অনন্ত কালগর্ভে সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়-
মান হইয়া ব্রাহ্মণকে বলিয়া দিল, "এই
আপনার জীবনের সুখ-শান্তির স্থান।
এইখানেই আপনার পর্ণকুটীর ছিল।" এমন
সময় একজন বৃদ্ধ শিকারী সে স্থান দিয়া
যাইতেছিল। ব্রাহ্মণ তাহাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, "বাপু হে! এখানে একজন
ব্রাহ্মণ বাস করিত জান কি?" শিকারী
কহিল, "সে ত বহুকাল গত হইল, এক
ব্রাহ্মণ থাকিত বটে; কিন্তু সে ব্রাহ্মণ ত
মরিয়া গিয়াছে।" ব্রাহ্মণ আরও জিজ্ঞাসা
করিলেন, "তাহার এক পুত্র ছিল, তাহা
জান কি?" শিকারী কহিল, "মশায়! সে
কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না, সে অতি
দুঃখের কথা। ব্রাহ্মণ নাবালক ছেলেটিকে

এইখানে রাখিয়া যায়, কিন্তু বনে ত আর মানুষ থাকে না, তাহাকে সিংহ ব্যাঘ্রে খাইয়া ফেলিত, কেবল ভগবান্ তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন।”

ব্রাহ্মণ আবার কহিলেন, “সে বালকটি কোথায় কি অবস্থায় রহিয়াছে?”

শিকারী কহিল, “যাহাকে ভগবান্ রাখেন, তার আর অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিতে হয়? সেই ছেলে এখন রাজা। মুর্শিদাবাদের নবাব তাহাকে ছেলের মত করিয়া রাখিয়াছেন।”

ব্রাহ্মণ একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, “তবে কি সেই ব্রাহ্মণপুত্র মুসলমান হইয়াছে?”

শিকারী কহিল, “তুমি কি নবাব নিজামউদ্দৌলাকে চেন না? তিনি কি পরের ধর্ম্ম নষ্ট করেন? বালকটিকে তিনি এই বনে মৃগয়া করিতে আসিয়া পান।

তারপর বালকটিকে তিনি মুর্শিদাবাদে লইয়া গিয়া, ব্রাহ্মণদাসদাসী দ্বারা লালন-পালন করেন। এখন সেই ছেলে রাজা হ'য়েচে! তাই বল্‌চি, ভগবান্ যাকে রাখে, তার আবার কথা কি?" শিকারী এই বলিতে বলিতে প্রস্থান করিল। ব্রাহ্মণের আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ, পুত্রের মুখচন্দ্র দেখিবেন বলিয়া, মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া, পুত্রের গৃহে অতিথি হইলেন। পুত্রের সহিত নানা-বিধ কথাবার্ত্তা হইল। ব্রাহ্মণ আত্মপরিচয় গোপন রাখিলেন। সেদিন সে রাত্রি পুত্রের গৃহে অতিথি হইয়া, পরদিন প্রাতে ব্রাহ্মণ সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। আসিবার কালীন ব্রাহ্মণ উচ্চকণ্ঠে কহিয়া-ছিলেন,"তোর কর্ম্ম তুই করিস্ মা, লোকে বলে করি আমি।"

রাজা ও কৃষক।

কোন প্রবলপ্রতাপ নরপতি সসৈন্যে মৃগয়ায় বাহির হইয়া, বনবনান্তে মৃগের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও কোন ফল ফলিল না। রাজা ক্ষণকালের জন্য হতাশ হইলেও ঘোর অন্ধকারে আলোকবর্ত্তিকার ন্যায় ধীরে ধীরে তাঁহার হৃদয়ে কুহকিনী আশা আবার উদিত হইল। তখন নবোৎসাহে আবার মৃগের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। গলদঘর্ম্মশরীর বিবশপ্রায়, কণ্ঠ শুষ্ক, হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণের শক্তি নাই, তথাপি বিরাম নাই। সৈন্যসামন্ত সকল কে কোথায় পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, তাহার স্থিরতা নাই। এরূপ সময়ে একটী নয়নমনোরঞ্জন হরিণ, রাজার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি তখন অন্তিম-উৎসাহে সৈন্যগণের সাহায্যের মুখাপেক্ষী

না হইয়া, একেবারে অশ্বে কষাঘাত ও ধনুতে শরসংযোজনপূর্ব্বক হরিণের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। দ্রুতগামী হরিণ পলকের মধ্যে বহুদূরে পলায়ন করিল। পরিশ্রান্ত রাজাও বহুদূরে নীত হইলেন। সৈন্যসামন্তগণের মধ্যে কাহাকেও নিকটে দেখিতে পাইলেন না। মহাবিপদ্ উপস্থিত। নিবিড় অরণ্য, চতুর্দ্দিকে হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ, বনপথ দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ, নিকটে এমন কেহই নাই যে, পথ দেখাইয়া দেয়। রাজা কোথায় যাইবেন, কাহার আশ্রয় লইবেন, তৃষ্ণায় কণ্ঠাগতপ্রাণ, ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, চীৎকার করিবার শক্তি নাই, জিহ্বা শুষ্ক নীরস, সেই বিজন বনপ্রদেশে সরোবর কোথায়, কে বলিয়া দিবে? নরপতি চিন্তিত ও বিহ্বল হইলেন। ক্লিষ্ট অশ্বের বল্গা উন্মোচনপূর্ব্বক তাহাকে বনমধ্যে ছাড়িয়া

দিলেন এবং স্বয়ং জল অন্বেষণে চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আর পদবিক্ষেপ করিতে পারেন না; কণ্টকে পদ ক্ষতবিক্ষত হইতেছে, তাহার উপর নিদারুণ প্রাণঘাতিনী পিপাসা! রাজভোগপালিত, শতভৃত্যসেবিত সুকুমার দেহে আর কত যন্ত্রণা সহ্য হইবে! নরপতি ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। মধ্যে মধ্যে কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানের উদ্দেশে প্রাণের বেদনা জানাইতে লাগিলেন, আর প্রাণপণে জল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কণ্টকে পদ ক্ষতবিক্ষত হইতেছে, শোণিতধারায় বনভূমি রঞ্জিত হইতেছে, তথাপি তিনি উদাসভাবে অবসন্নপ্রাণে চলিতেছেন। জ্ঞান নাই, যাইবার নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, আর প্রাণের আশা নাই; তথাপি তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চলিতেছেন। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ যাইতে

যাইতে নরপতি অদূরে এক পর্ণকুটীর দেখিতে পাইলেন। এইবার তাঁহার নিরাশাময় অাঁধারহৃদয়ে আশার আলোক জ্বলিয়া উঠিল; একটু জল পাইবেন, এই আশা তাঁহার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব বলের সঞ্চার করিল। রাজা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া কাতরে যথাসাধ্য উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "জল দাও! কুটীরে কে আছ, একটু জল দাও! প্রাণ যায়! কে কোথায় আছ, জল দাও! জল দিয়া প্রাণরক্ষা কর!" রাজা আর কথা কহিতে পারিলেন না, ভূমিতলে পতিত হইলেন। কুটিরবাসী গৃহস্বামী, বিপন্ন মানবের কাতরকণ্ঠ শ্রবণ করিয়া, অতি সত্বর গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াই জলপিপাসুব্যক্তিকে সাদরসম্ভাষণপূর্ব্বক সুমিষ্টবাক্যে কহিলেন, "মহাশয়! একটু অপেক্ষা করুন, কুটীরে বিন্দুমাত্র জল

নাই, সরোবর হইতে শীঘ্র জল আনাইয়া দিতেছি।” রাজা আর অধিক কিছু বলিতে পারিলেন না ; কেবল ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, —একটু জল।”

কুটিরবাসী ব্যক্তি কৃষক। সে তাহার পত্নীকে কলসী করিয়া জল আনিতে সঙ্কেত করিল। কৃষকপত্নী শশব্যস্তে কলসী লইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। অতি অল্পসময়ের মধ্যেই কৃষকপত্নী সুশীতল বারিপূর্ণ একটি মৃণ্ময়পাত্র লইয়া স্বামীর হাতে দিল। কৃষক উহা জলপিপাসু ব্যক্তির হাতে দিলেন। রাজা সাদরে কৃষকের হস্ত হইতে মৃণ্ময়পাত্র লইয়া,পরম আগ্রহে জল-পান করিলেন,এবং মনে মনে ঈশ্বরকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিলেন। কিন্তু কৃষকের প্রতি ক্রোধভরে কহিলেন,“দেখ কুটির-বাসি ! তোমায় দেখিয়া কৃষক বলিয়া অনু-ভূত হইতেছে ; সে যাহাই হউক, তুমি

অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। সুতরাং তোমাকে তাহার উপযুক্ত শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে।” কৃষক অবাক্ হইয়া রহিল; আগন্তুকের বিরক্তির কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। বুঝিতে অনেক চেষ্টা করিল, তথাপি কারণ নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম হইল। কৃষক তখন বিনীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “মহাশয়! আপনি কে?” রাজা বলিলেন, “আমি এই রাজ্যের অধীশ্বর।” কৃষক ভয়ে শুকাইয়া গেল। তাহার মুখে আর কথা নাই, কি বলিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না। কেবলমাত্র রাজার দুটী পা জড়াইয়া ধরিল। অনেক কষ্টে ভয়ে কহিল, “মহারাজ, বলুন। আমার কি অপরাধ হইয়াছে?

রাজা কহিলেন, তৃষ্ণায় আমার কণ্ঠাগত প্রাণ, তোমার নিকট জল প্রার্থনা করি-

লাম, তোমার গৃহে জল ছিল,তুমি কহিলে "আমার গৃহে বিন্দুমাত্র জল নাই, সরোবর হইতে জল আনিতে হইবে।" এই বলিয়া তোমার পত্নীকে জল আনিতে কহিলে,তোমার পত্নী ক্ষণকাল পরে সুশীতল জল আনিয়া দিল। তোমার গৃহে জল না থাকিলে, সরোবরের জল এত শীতল হইবে কেন? আমার তখন জলাভাবে প্রাণ যায় যায় হইয়াছিল। এখন ভাব দেখি, তুমি কতদূর অন্যায় কার্য্য করিয়াছ? আমি তাহার জন্য তোমায় যথোচিত শাস্তি প্রদান করিব।"

তখন কৃষক কহিল, "মহারাজ! যদি তাহার কারণ বলিবার অনুমতি করেন, তাহা হইলেবলি।"

রাজা বলিতে অনুমতি দিলেন। কৃষক কহিল, "মহারাজ! আপনি যখন জল প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন আমার

গৃহে জল ছিল সত্য ; কিন্তু আপনি যেরূপ গলদঘর্ম্মকলেবরে আমার কুটিরসম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই অবস্থায় শীতলজল পান করিলে, সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা ছিল। তজ্জন্ত একটু কালবিলম্ব করিবার অভিপ্রায়ে আমি এইরূপ প্রতারণাবাক্য কহিয়াছিলাম।" রাজা, কৃষকের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। সামান্ত কৃষকের এতদূর জ্ঞান, এতদূর ধীরতা ও এতদূর উপস্থিতবুদ্ধি, তিনি ইতিপূর্ব্বে কখন দেখেন নাই। রাজা মনে মনে স্থির করিলেন, এই ব্যক্তিই আমার মন্ত্রী হইবার যোগ্যপাত্র, ইঁহাকেই আমি মন্ত্রী করিব। এমন সময়ে রাজার সৈন্তসামন্তগণ তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা গাত্রোত্থান করিলেন এবং

যাইবার সময় কৃষকে বলিলেন, "তুমি আগামী কল্য আমার সহিত রাজধানীতে সাক্ষাৎ করিও।" রাজা চলিয়া গেলেন।

ক্রমে দিনের পর রাত্রি আসিল, প্রভাত হইল; কৃষক রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিল। রাজা তাহাকে মন্ত্রী করিলেন। কৃষক আজ মন্ত্রী হইল, এই সংবাদে রাজ্যবাসী সকলেই মহা তর্কবিতর্ক করিতে লাগিল। কর্ম্ম-চারিগণ সকলেই তাহার বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী তাহার প্রধান শত্রু হইলেন। তিনি সর্ব্বদাই কৃষক-মন্ত্রীর ছিদ্রানুসন্ধানে ব্যস্ত থাকিলেন। কিন্তু কিছুতেই রাজার নিকট তাহার কোন দোষ দেখাইতে পারিলেন না। কিছুদিন এইরূপে গত হইলে, পূর্ব্ব-মন্ত্রী দেখিলেন, কৃষকমন্ত্রী রাজসভা হইতে যাইয়া, প্রতিদিন স্বীয় গৃহের একটী

প্রকোষ্ঠে তিন চারি ঘণ্টা অবস্থান করেন। সেই ব্যাপার উপলক্ষে পূর্ব্ব-মন্ত্রী, রাজার নিকট প্রকাশ করিলেন যে, কৃষকমন্ত্রী রাজকার্য্যে অবসর পাইয়া প্রতি-দিনই আপন বাহির প্রকোষ্ঠে গমনপূর্ব্বক মহারাজের রাজ্যাপহরণের মন্ত্রণা করে। রাজা শুনিলেন বটে, কিন্তু বিশ্বাস করি-লেন না। কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানের ইচ্ছা হইল। রাজা একদিন কৃষক-মন্ত্রীর বাটীগমনকালে তাহার অনুসরণ করিলেন। দেখিলেন, কৃষকমন্ত্রী আপন বাহির প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া, আপনার মন্ত্রিপরিচ্ছদ উন্মোচনপূর্ব্বক কৃষকপরিচ্ছদ পরিধানকরতঃ হস্তে কাস্তে লইয়া একখানি দর্পণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল এবং বহুক্ষণ সেইভাবে রহিল। তৎপরে পুনর্ব্বার মন্ত্রিপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বাহিরে আসিল।

সম্মুখে মহারাজ দণ্ডায়মান। কৃষকমন্ত্রী একটু সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ আপনি ?"

রাজা কহিলেন, "হাঁ মন্ত্রি! তুমি দর্প-ণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কি করিতেছিলে ?"

কৃষকমন্ত্রী সরলভাবে কহিল, "মহারাজ! পূর্ব্বে আমি কৃষক ছিলাম, ক্ষেত্রের কার্য্য সম্পন্ন করিতাম; এক্ষণে মহারাজের অনুগ্রহে ও অপার দয়ায় স্বপ্নেও যাহা আশা করি নাই, সেই অত্যুচ্চ অভাবনীয় মন্ত্রিপদে অধিরোহণ করিয়াছি। সেই জন্য পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিতেছিলাম। মহারাজ! আমি এই জানি, যে সংসারে পূর্ব্বাবস্থা স্মৃতিমধ্যে জাগরূক রাখিতে পারে না, সেই সংসারে অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন ও মহাপাপী এবং সে সংসারে অপার দুঃখ-সাগরে মগ্ন হয়। আমি সেইজন্য প্রতিদিন রাজকার্য্যে অবসর পাইলে, এই দর্পণের

সম্মুখে আসিয়া, মন্ত্রিপরিচ্ছদ উন্মোচন-পূর্ব্বক আমার পূর্ব্ব কৃষকপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া পূর্ব্বস্মৃতি স্মরণ করি।"

রাজা, কৃষকমন্ত্রীর বাক্যে একেবারে নির্ব্বাক্ ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রীতিবিস্ময়ের প্রথম আবেগ অবসানে উচ্চকণ্ঠে সগর্ব্বে কহিলেন,—"রে জ্বালাময় সংসারের কূটচক্রী মানব! তোমরা আত্মবিস্মৃত হইয়া কি করিতেছ? একবার কি আমার এই কৃষক-মন্ত্রীর অপূর্ব্বশিক্ষা শ্রবণ করিবে না?"

মন্ত্রিনিয়োগ।

কোন রাজার মন্ত্রীর আবশ্যক হইলে রাজ্যে ঘোষণা দিলেন যে,এই রাজ্যের এক-জন মন্ত্রীর প্রয়োজন। প্রার্থিগণ আগামী কল্য প্রাতে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ

করিবেন। এই সংবাদ রাষ্ট্র হইলে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। প্রাতে সকলেই রাজদ্বারে আপনাপন প্রশংসাপত্রসহ উপস্থিত হইলেন। কর্ম্মার্থিগণের আগমনসংবাদে রাজাও সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। অমনি পর্য্যায়ক্রমে প্রায় অনেকেই আপনাপন প্রশংসাপত্র বাহির করিয়া, রাজসম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু রাজা সে সকল কিছুই গ্রহণ বা দর্শন করিলেন না। "মন্ত্রগুপ্তিই মন্ত্রীর প্রধান গুণ", তাহারই পরীক্ষা লইব;" রাজা এই স্থির করিয়া, সমুপস্থিত কর্ম্মপ্রার্থিগণের হস্তে এক একটী পারাবত দিয়া কহিলেন, "আপনারা প্রত্যেকে অতি নির্জ্জন স্থানে এই পারাবতটি দ্বিখণ্ড করিয়া আনিবেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অতি নির্জ্জনে ইহাকে দ্বিখণ্ড করিয়াছেন

বুঝিতে পারিব, তাঁহাকেই আমি আমার রাজ্যের উপযুক্ত মন্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিব।” রাজা এই কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য দুইমাস সময় দিলেন এবং একনির্দ্দিষ্ট দিনে সকলের উপস্থিত হইবার কথাও বলিয়া দিলেন। কর্ম্মার্থিগণ আনন্দিতমনে এক একটি পারাবত লইয়া, “অতি নির্জ্জন স্থান কোথায়” চিন্তা করিতে করিতে, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট দিনে কর্ম্মার্থিগণ রাজাদেশ পালনপূর্ব্বক ছিন্নপারাবত হস্তে করিয়া যথাসময়ে রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাজাও আগমন করিলেন এবং এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কোন্ নির্জ্জন স্থানে ইহার হত্যাকার্য্য সম্পন্ন করিলেন, ব্যক্ত করুন।” আদিষ্ট ব্যক্তি বলিতে লাগিলেন, “মহরাজ! একদা অমাবস্যা তিথিতে যখন রাত্রি দ্বিপ্রহর, যখন সমস্ত জীবগণ নিদ্রার

কোমল কোলে নিদ্রিত ছিলেন”—রাজা আর বলিতে দিলেন না, আর এক-জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; তিনি বলিলেন, “অতি নিভৃতে একদা অমাবস্যা তিথিতে নদীবক্ষে”—তাঁহারও কথা রাজা শুনি-লেন না ; আবার একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তিনি বলিলেন, “নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যেদিন রাত্রিযোগে ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি হইয়াছিল, তৎকালে আমি জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া, এক পর্ব্বত-গহ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলাম।” রাজা তাহারও কথা শুনিলেন না। এইরূপে সমাগত ব্যক্তির নির্জ্জন স্থানের বিবরণের কতক অংশ শুনিয়া রাজা কিয়ৎ-ক্ষণ নিস্তব্ধভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। তন্মধ্যে অনতিবিলম্বে একটি ব্যক্তি পারাবতটিকে হত্যা না করিয়া, রাজাকে প্রত্যর্পণপূর্ব্বক কহিলেন, “মহারাজ! আমার

দ্বারা এ কার্য্যও শেষ হইল না। আমি আপনার সমুদয় রাজ্য অন্বেষণ করিয়া দেখিলাম, কোথাও নির্জ্জন স্থান খুঁজিয়া পাইলাম না।” রাজা উৎফুল্ল হইলেন ; তবে প্রথমতঃ একটুকু ব্যঙ্গস্বরে কহিলেন, “কি আশ্চর্য্য ! সকলে এত নির্জ্জন স্থান পাইলেন, আর আপনি দুই মাসের মধ্যে কোথাও নির্জ্জন স্থান অনুসন্ধান করিয়া পাইলেন না ?” তখন পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি একটুকু কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, “মহারাজ ! আমি যথার্থই বলিতেছি, এ সংসারে কোথাও কোন স্থান নির্জ্জন পাইলাম না। যখনই আমি কোন স্থান নির্জ্জন মনে ভাবিয়া এই পারাবতটি দ্বিখণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছি, তখনই যেন আমার আপাদমস্তক কম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। চক্ষুদুটি যখন কোন স্থান নির্জ্জন কি না জানিতে ইতস্ততঃ

দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছে,তখনই যেন কে এক জ্যোতির্ম্ময়মূর্ত্তি আসিয়া আমায় গুরু-গম্ভীরস্বরে বলিয়াছে, “রে মূঢ়! এই কি তোর নির্জ্জন স্থল? এখানে কি আমি নাই? অন্ধ! এ বিশ্বে নির্জ্জন স্থান নাই; যদি থাকিত, তাহা হইলে জীবগণ পাপ সংগোপন করিতে পারে নাই কেন? যে নির্জ্জনে গুপ্তভাবে কার্য্য সম্পন্ন করে, কে তাহা প্রকাশ করিয়া দেয়?” মহারাজ! তখনই আমি পারাবতটি হস্তে লইয়া সে স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছি। তাই বলিতেছি, নরনাথ! আমার দ্বারা এ কার্য্য কখন সম্পন্ন হইবে না।” তখন রাজা সমবেত কর্ম্মার্থিগণের সম্মুখে সেই ব্যক্তিকে আনন্দভরে আলিঙ্গন করিলেন, এবং উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, “ওহে, তুমিই আমার রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হইলে। মন্ত্রিন্! যথার্থই কহিয়াছ, এ

সংসারে এমন কোন নির্জ্জন স্থান নাই যে, সেই স্থানে পাপকার্য্য সাধন করতঃ গোপন করিয়া রাখা যায়।” সভা ভঙ্গ হইল। সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

কৌপিন কো ওয়াস্তে।

কোন বনে একটি সন্ন্যাসী বাস করিতেন। সংসারে তাঁহার কেহই ছিল না, কেবল আপনি ও কৌপিন মাত্র সম্বল ছিল। সন্ন্যাসী ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জঠরজ্বালা নিবৃত্তি করিতেন। সন্ন্যাসীর কেমন অভ্যাস বলিতে পারি না, তিনি রাত্রি-কালে আপনার পরিধেয় কৌপিনটি বৃক্ষ-শাখায় রাখিয়া উলঙ্গাবস্থায় নিদ্রা যাইতেন। কিছুদিন এইরূপে গত হইলে, যেন ইন্দুরের তাহা আর সহ্য হইল না। প্রতিদিন সন্ন্যাসীর

অযথাব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া, একদিন ক্ষুরধার দন্তে সন্ন্যাসীর কৌপিনটি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। সন্ন্যাসী আবার কৌপিন সংগ্রহ করিলেন, আবার সেই-রূপে রাত্রিতে কৌপিন বৃক্ষশাখায় রক্ষা করিলেন, আবার ইন্দুর সেইরূপে সন্ন্যাসীর কৌপিনটি ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। তখন সন্ন্যাসী বেশ বুঝিলেন যে, বনভূমিও শান্তিময় নহে, এখানেও মান-বের শত্রু আছে। কি করিবেন, আবার কৌপিন সংগ্রহ করিলেন। এইরূপে দিন দিন ইন্দুর সন্ন্যাসীকে কৌপিনের জন্য মহাব্যস্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। প্রতিদিন সন্ন্যাসী কৌপিনের বস্ত্রের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে দেখিয়া, একদিন জনৈক ভদ্রলোক সন্ন্যাসীকে কহিলেন, "ঠাকুর! প্রতিদিনই কি তোমার কৌপিন ছিঁড়িয়া যায়?" সন্ন্যাসী, ইন্দুরের অত্যাচা-

রের কথা বর্ণনা করিলেন। ভদ্রলোকটি বুদ্ধিমান্, তিনি সন্ন্যাসীকে পরামর্শ দিলেন যে, তুমি ইন্দুরের অত্যাচার নিবারণের জন্য একটি বিড়াল পোষ। সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "মহাশয়! আমার নিজের অন্নের সংস্থান নাই, আর আমি বিড়ালকে কিরূপে আহার দিব?" ভদ্রলোকটি সন্ন্যাসীকে বুঝাইলেন যে, বিড়াল সামান্য আহার করে,তাহার জন্য তোমাকে কোন বিষয় ভাবিতে হইবে না। সন্ন্যাসী তাহাতে সম্মত হইলে, ভদ্রলোকটি সন্ন্যাসীকে একখানি বস্ত্র ও একটি বিড়ালশিশু সংগ্রহ করিয়া দিলেন। সন্ন্যাসী আহ্লাদে বিড়ালশিশুটিকে কুটিরে লইয়া গেলেন, বিড়ালটি থাকায় ইন্দুর আর সন্ন্যাসীর কৌপিন ছিন্ন করিতে পারিল না। সন্ন্যাসীর কৌপিন রক্ষা হইল বটে, কিন্তু সন্ন্যাসী মৎস্য মাংসত্যাগী, সুতরাং

তাহার আহারের তত সুবিধা হইল না, সে দিন দিন কৃশ হইতে লাগিল। ক্রমে বিড়ালটী আর উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিল না। সন্ন্যাসী মহাভাবিত হইয়া, তাঁহার শুভাকাজ্ক্ষী পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটীর নিকট বিড়ালটীর অবস্থার কথা জ্ঞাত করাইলেন। ভদ্রলোকটী বুঝিলেন যে, সন্ন্যাসী মৎস্যত্যাগী, এবং দুগ্ধাদিও পান করিতে পায় না, সুতরাং বিড়ালটী আহারাভাবে ঐরূপ হইয়াছে। তজ্জন্য তিনি বিড়ালটীকে দুগ্ধ খাওয়াইবার পরামর্শ দিলেন। সন্ন্যাসী তাহাই করিতে লাগিল; বিড়ালটি ক্রমেএকটু হৃষ্টপুষ্ট হইল। কিন্তু প্রতিদিন ভিক্ষায় দুগ্ধ পাওয়া দুষ্কর হইয়া পড়িল। সন্ন্যাসী অতিশয় চিন্তিত হইয়া, পুনরায় সেই ভদ্রলোকটীকে বলিলেন, "মহাশয়! প্রতিদিন ত ভিক্ষায় দুগ্ধ পাওয়া

কঠিন।” ভদ্রলোকটী পরামর্শ দিলেন, “একটী গাভীর চেষ্টা কর, তাহাহইলে উভয়েরই শরীর রক্ষা হইবে।” সন্ন্যাসী বহু চেষ্টা ও কষ্টে একটী গাভী সংগ্রহ করিলেন। প্রথমতঃ বনজাত তৃণে গাভীর আহারের কোন কষ্টই ছিল না; তাহার পর যখন সেই গাভী হইতে তাহার বৎসাদি হইতে লাগিল, এবং সেই বৎসাদি হইতে আবার বহুসংখ্যক বৎসাদি জন্মিল, তখন সন্ন্যাসী তাহাদের আহার্য্য সঞ্চয় করিতে মহাবিপদে পড়িলেন। সন্ন্যাসী আবার সেই ভদ্রলোকটীর শরণাপন্ন হইলেন। ভদ্রলোকটী পরামর্শ দিলেন যে, ঠাকুর! একটী লাঙ্গল সংগ্রহপূর্ব্বক বনে আবাদের উদ্যোগ কর। তাহাতে তোমার সকল বিষয়েরই সুবিধা হইবে। জমির কর দিতে হইবে না; বৃষ ক্রয় করিতে হইবে না। প্রথমতঃ তাহা হইতে বিচালি

পাইবে, তাহাতে তোমার গাভী বৎ-
সাদি অনায়াসে জীবনধারণ করিতে
পারিবে। দ্বিতীয়তঃ ধান্যে তোমার স্বয়ং
ও বিড়ালটার প্রাণরক্ষা হইবে। তোমা-
কেও ভিক্ষা করিয়া উদরান্নের সঞ্চয়
করিতে হইবে না। কৌপিনরক্ষার ইহা
অপেক্ষা আর উত্তম সুযোগ নাই।”
সন্ন্যাসী তাহাই করিলেন। ক্রমে ২।৪
বৎসরের মধ্যে সন্ন্যাসী কৃষিকার্য্যে বিপুল
ধান্যরাশি লাভ করিলেন। ক্রমে সন্ন্যাসী
সেই বনপ্রদেশে রাজ্যের অন্যতম রাজার
ন্যায় বনরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।
এখন আর তাঁর কুটির নাই, অট্টালিকা
হইয়াছে, দাসদাসী সকলই হইয়াছে।
ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসী অন্যান্য জমিদারী ক্রয়
করিতে লাগিলেন। ফলতঃ পরপ্রত্যাশী
সন্ন্যাসী এখন দ্বিতীয় রাজা বলিলেও
অধিক বলা হইবে না।

একদিন সন্ন্যাসী কাছারি বাটিতে বসিয়া আপনার নায়েব গোমস্তাদির সহিত জমিদারির হিসাবনিকাশ করিতেছেন, এমন সময় এক সৌম্যমূর্ত্তি মহাপুরুষ,সন্ন্যাসীর কাছারিবাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপুরুষ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, একজন দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু! এস্থানে একজন সন্ন্যাসী বাস করিত জান ?" দ্বারবান কহিল, "হাঁ ঠাকুর,সেই সন্ন্যাসীঠাকুরেরই ত এই বাটী। ঠাকুরবাবু এখন উপর কাছারিতে জমিদারীর হিসাবনিকাশ করিতেছেন, আপনি উপরে যাইলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।" তখন সেই সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ বিস্ময়োৎফুল্লচিত্তে একেবারে সন্ন্যাসীর কাছারিবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, সন্ন্যাসীর সে বেশভূষা নাই! তিনি একজন ঘোর সংসারী

খিলাসী। তখন সেই সৌম্যমূর্ত্তি মহা-পুরুষ ক্রোধে দুই চক্ষু লোহিত করিয়া গুরুগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আরে অজ্ঞানান্ধ! কি করিয়াছিস্? রত্ন ক্রয় করিতে আসিয়া কাচখণ্ড ক্রয় করিয়া, তাহারই মোহে মুগ্ধ হইয়া বসিয়া আছিস্? সুধা-পান করিতে বসিয়া গরল পান করিলি? এই কি সংশিক্ষার পরিণাম!" সন্ন্যাসী পূর্ব্বে উন্মনস্ক ছিলেন, সহসা সেই সিংহ-ধ্বনি শুনিয়া চকিতে চাহিয়া দেখিলেন,— এ কে? সহসা আঁধারহৃদয়ে বিদ্যুৎঝলা আসিয়া চক্ষু ঝলসিয়া দিল। তিনি কাতর-কণ্ঠে সেই সৌম্যমূর্ত্তি মহাপুরুষের পদধারণ পূর্ব্বক কহিলেন, "প্রভো! ক্ষমা করুন!"

মহাপুরুষ কহিলেন, "ব্যাপার কি?"

সন্ন্যাসী সেইরূপ ভীতকম্পিতকণ্ঠে কহি-লেন, "প্রভো! কৌপিনকো ওয়াস্তে।"

মৃৎ-কলসী।

দামোদরনদের যে শাখা খানাকুল কৃষ্ণনগর এবং গোপীনগর গ্রাম দুই-খানিকে বিভক্ত করিয়া প্রবাহিত হই-তেছে, তাহার নাম দারুকেশ্বর। বর্ত্ত-মান সময়ে গোপীনগর সাধারণের সুপরি-চিত না হইলেও, পূর্ব্বকালে কৃষ্ণনগরের ন্যায় সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই নগরে দেবদাসনামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। দেবদাসের অর্থাগমের কোন উপায় ছিল না। চারিটি পুত্র, দুইটি কন্যা এবং স্ত্রীর সহিত অতি কষ্টে কোন দিন অর্দ্ধাশনে, কোন দিন অনশনে দিনযাপন করিতেন। এইরূপে অসহ-নীয় দারিদ্র্যযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, তিনি একদিন চিন্তা করিলেন যে, "আমি নিজের দুরদৃষ্টবশতঃ স্ত্রীপুত্রকন্যাদিগকে জড়াইয়া রাখিয়া সকলকে কষ্ট দিতেছি!

আমার অদৃষ্ট নিশ্চয়ই মন্দ, কিন্তু সাতটি প্রাণীর অদৃষ্ট কথনই আমার মত সমসূত্রে মন্দ নয়। আমার সঙ্গ ত্যক্ত হইলে, তাহারা স্ব স্ব অদৃষ্টগুণে ভগবানের যথাযোগ্য অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবে। অতএব তাহাদের সুখসচ্ছন্দতার জন্য আমার সংসার ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।" এই সংকল্প করিয়া একদিন সুযোগমত সকলের অজ্ঞাতসারে নিশীথ সময়ে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিলেন।

কিছুদিন সন্ন্যাসীবেশে নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া, অবশেষে সাবিত্রীতীর্থে উপস্থিত হইলেন। পর্ব্বতারোহণ করিয়া সাবিত্রীদেবীকে দর্শন করিতে যাইবার সময় দেখিতে পাইলেন, পর্ব্বতকন্দরে এক মহাযোগী ধ্যাননিমগ্ন আছেন। উন্নতদেহশ্রী সূর্য্যালোকদীপ্ত যোগী সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানহীন; স্তিমিতনেত্র, হাস্যপ্রফুল্ল বদনমণ্ডল; রোগসন্তপ্তবিহীন, সম্পূর্ণ

স্বাস্থ্যব্যঞ্জক বলিষ্ঠ নধর দেহ। এই তপঃপ্রভাবপূর্ণ পুণ্যময় পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, দেবদাসের হৃদয়ে পরকালতত্ত্ব জ্ঞানাভাবের অনুতাপ আরম্ভ হইল। "হায়! আমি দারিদ্র্যযন্ত্রণাময় সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াছি,—সোনার পুতুল, সোনার প্রতিমার মত পুত্রকন্যাস্ত্রীকে বিসর্জ্জন দিয়াছি,ভোগবিলাস ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী-বেশে তীর্থে তীর্থে বৃথা ভ্রমণ করিতেছি,—কিন্তু পরকালের জন্য ত কিছুই করিলাম না! আর সাবিত্রীদেবীদর্শনে আবশ্যক নাই; এই সবিতৃদেবসদৃশ মহাপুরুষের চরণপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, জীবন চরিতার্থ করিব। পরলোকের সহজ সরল নিষ্কণ্টক পথের তত্ত্ব জানিয়া লইব।" দেবদাস এই চিন্তা করিয়া, একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন এবং যোগীর সমাধি সমাপ্তির অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে যোগী নয়নোন্মীলন করিয়া অদূরে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট বিষন্ন-বদন দেবদাসকে দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? কি জন্ত এখানে আসিয়াছ?"

দেবদাস কাতরবচনে বলিলেন, "প্রভো! আমি একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ। শোকতাপদারিদ্র্য-যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইয়া, সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াছি। শান্তি পাই-বার আশায় বহু তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছি। কিন্তু ভাগ্যদোষে কোথাও শান্তি পাই নাই। সম্প্রতি সাবিত্রীদেবীর দর্শনাশায় এখানে আসিয়া, পথভ্রান্ত হইয়া আপনার পুণ্যময় আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছি। আপনি মহাপুরুষ। আপনার সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া আমি আশ্বস্ত হইয়াছি। আপনার শ্রীচরণাশ্রয়ে আমি আমার অভিলষিত শান্তি পাইব বলিয়া, আশান্বিত হৃদয়ে

আপনার অনুকম্পার প্রতীক্ষা করি-তেছি।”

তাপসবর প্রসন্নভাবে বলিলেন, “বৎস! আমাদের এ ধর্ম্ম অতি কঠিন। যোগ-পথে আত্মসংযম শিক্ষা না করিলে, এ ধর্ম্ম অবলম্বন করা যায় না। তুমি আশৈশব সংসারী। দরিদ্র হইলেও তোমার চিত্ত ভোগবিলাসলালসায় উচ্ছৃঙ্খল। এরূপ চিত্তকে সম্পূর্ণ দুঃখের বশীভূত করিয়া, ভগবানে সমর্পণ করা সহজসাধ্য নয়। অতএব এ সংকল্প ত্যাগ কর।”

দেবদাস নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “প্রভো! আপনি মহাত্মা, মহা-পুরুষ! আমার ন্যায় পতিত জীবকে উদ্ধার করাতেই আপনাদের মাহাত্ম্য। আমায় নিরাশ করিবেন না। কৃপাপ্রার্থী হইয়া আপনার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করি-য়াছি। আর আমার অন্য গতি—অন্য

উপায় নাই।” এই বলিয়া যোগীর চরণে পতিত হইলেন।

যোগী, “দেবদাসের অকৃত্রিম আগ্রহ বুঝিয়া সন্তুষ্টচিত্তে ববিলেন, “উঠ বৎস! তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করিব। তোমাকে আমার শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলাম। কিন্তু আমার একটী আজ্ঞা পালন করিতে হইবে। অদ্য হইতে তুমি বিকারহীন-চিত্তে আমার আশ্রমপরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাক। এইমাত্র তোমার বর্ত্তমানকর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যপালনে স্থিরচিত্তে দিনযাপন করিবে। কোন জ্ঞানশিক্ষা বা ধর্ম্মানু-ষ্ঠানের জন্য ব্যস্ত হইও না। আমি উপ-যুক্ত সময়ে তোমাকে সকল বিষয় শিক্ষা দিব। চঞ্চল হইলে তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হইবে না। তুমি সদ্‌ব্রাহ্মণকুলজাত। আশ্রমপরিচর্য্যার বিশেষ রীতি তোমায় কি শিক্ষা দিব। প্রতিদিন প্রাতে শুদ্ধ

হইয়া আমার পূজাহোমের জন্য পুষ্প-চয়ন, সমিধ কাষ্ঠাদি আহরণ, মধ্যাহ্নে পানাহারের জন্য গঙ্গাজল ফলমূল আহ-রণ। ইহাই আপাততঃ কর্ত্তব্য।”

দেবদাস “যে আজ্ঞা” বলিয়া প্রণাম করিলেন এবং যোগীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া, আশ্রমপরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন।

দেবদাস সেইদিন হইতেই দৃঢ় অধ্যব-সায়ের সহিত কিছুমাত্র ক্রটি না করিয়া, গুরুর আদিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন। এইভাবে তিনবৎসর অতি-বাহিত হইল।

ক্রমে চতুর্থ বৎসর সমাগত হইল। যোগী যোগপ্রভাবে দেবদাসের অক্ষুণ্ণ অধ্যবসায় বুঝিতে পারিয়া, মায়াপ্রভাবে দিন দিন আহার্য্য বস্তু সকল দুষ্প্রাপ্য এবং তৎসংগ্রহ কষ্টসাধ্য করিয়া তুলিতে লাগিলেন। দেবদাস দারিদ্র্যযন্ত্রণায়

সংসারবিরাগী হইয়াছিলেন। পুণ্যের উজ্জ্বল জ্যোতিঃদর্শনে মোহিত হইয়া, সংসারবিরাগী হয়েন নাই। সুতরাং সে বৈরাগ্য তাঁহার দীর্ঘস্থায়ী নয়। দিনে দিনে গুরুতর পরিশ্রমের আধিক্যবশতঃ সে সংসারবৈরাগ্য ক্ষীণ হইতে লাগিল। শয়নে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত স্ত্রীপুত্রের মুখ মনে পড়ে। স্বপ্নে সেই স্নেহের সংসারে উপস্থিত হইয়া সকলকে দেখিয়া, রোদন করেন। ক্রমশঃ ধৈর্য্যের শেষসীমায় উপস্থিত হইলেন। পুনরায় সংসারে প্রবেশের জন্য বাসনার উদ্রেক হইল।

একদিন দেবদাস সত্যসত্যই যোগীর আশ্রমত্যাগসংকল্প স্থির করিলেন। ভাবিলেন, "গুরুদেব আমাকে প্রথমে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার সন্ন্যাসাশ্রম উপযুক্ত নয়। তুমি সংসারী। বোধহয়,সেই জন্যই আমাকে কোন শিক্ষা-

দীক্ষা দান করিলেন না। তবে বৃথা কেন স্ত্রীপুত্র ত্যাগ করিয়া যন্ত্রণাভোগ করি। আমার ভাগ্যে,—আমার কর্ম্মফলে পর-কালের ইষ্টলাভ হইবে না। সেইজন্য অদ্য চারি বৎসর সন্ন্যাসীর স্বভাবে থাকিয়াও সন্ন্যাসধর্ম্মলাভ ঘটিল না। আগামী কলাই গুরুদেবের প্রাতঃস্নান যাত্রার পরে আমি আশ্রম ত্যাগ করিব।" এই সংকল্প স্থির করিয়া, সমস্ত দিন উৎকণ্ঠিতচিত্তে এবং সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় যাপন করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষে যোগী প্রাতঃস্নান ও পূজাতর্পণাদির জন্য প্রস্থান করিলেন। দেবদাস ভাবিলেন, "এই আমার উপযুক্ত সুযোগ।" যোগী আশ্রমে আসিয়াই দেবদাসের প্রস্থানের চিহ্ন না দেখিতে পান এবং শ্রান্ত ক্লান্ত পিপাসার্ত্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যদি পানীয়আহার্য্য না পান, তবে তাঁহার কষ্ট হইবে, তিনি রুষ্ট হইয়া অভি-

সম্পাত না করেন, এইজন্য দেবদাস প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে কুটিরপ্রাঙ্গণাদি মার্জ্জনা করিয়া, ফলমূলপুষ্পাদি আহরণ করিলেন। স্নানান্তে মৃৎকলসী পূর্ণ করিয়া, গঙ্গাজল আনয়ন করিয়া যথাস্থানে রক্ষা করিলেন। অবশেষে কুটিরভূমিতলে গুরুদেবের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বহির্গত হইলেন। কুটিরের দ্বার রুদ্ধ করিতেছেন, এমন সময় কুটিরের ভিতর হইতে গুরুগম্ভীরস্বরে প্রশ্ন হইল,—

"দেবদাস! কোথায় যাও?"

দেবদাস চমকিত হইয়া কুটিরমধ্যে চাহিয়া দেখেন, কেহ কোথাও নাই! কোন সজীব পদার্থের চিহ্নও নাই। ভাবিলেন, ইহা তাঁহার বিভ্রম। পুনরায় গমনোদ্যম করিতেছেন, পুনরায় পূর্ব্ববৎ প্রশ্ন হইল,—

"দেবদাস! কোথায় যাও?"

এবার দেবদাস নিশ্চিত বুঝিলেন, ইহা কোন সূক্ষ্মদেহ দৈবীমায়া। কুটিরভূমি-তলে নতজানু হইয়া করযোড়ে বলিলেন, "প্রশ্নকর্ত্তা যিনিই হউন, তিনি আমার প্রণম্য। তাঁহার অবগতির জন্য বলি-তেছি, আমি আমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অভাবে চারি বৎসর অপেক্ষা করিয়া, অদ্য এ আশ্রম ত্যাগ করিতেছি। আমি বুঝিতে পারিতেছি, গত কর্ম্মফলের প্রতি-কূলতায় আমার অদৃষ্টে আশানুযায়ী ফল ফলিবে না। আমি পরকালের শান্তি পাইব না। তবে বৃথা কেন বিড়ম্বনা ভোগ করি? তাই অদ্য এ আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতেছি। মহাত্মন্! আপনি যিনিই হউন, আমার গমনে বাধা দিবেন না।"

পুনরায় পূর্ব্ববৎ স্বরে উত্তর হইল,—"দেবদাস! যাত্রাকালে আমার পরিচয় গ্রহণ করিয়া এবং আমার একটী বক্তব্য

শ্রবণ করিয়া যাও।” দেবদাস স্থিরভাবে উপবেশন করিলেন। অদৃশ্যস্বর বলিতে লাগিল ;—

“দেবদাস! আমি মৃৎকলসী। এই তোমার সম্মুখে গঙ্গাজলে উদরপূর্ণ করিয়া উটজে বসিয়া আছি। আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ কর। এই আশ্রমের প্রহরেক পথ দূরে এক বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যস্থলে বাওরভিটানামক উচ্চ স্থানে আমার বাস ছিল। একবার জলপ্লাবনে নিম্নভূমি সকল প্লাবিত হইয়া, আমার বাসস্থানের শিরোভাগমাত্র অপ্লাবিত রহিল। শৃগাল, কুক্কুর, মানুষ সকলে আসিয়া আমার বাসস্থানে বিষ্ঠাত্যাগ করিতে লাগিল। সেই বিষ্ঠার দুর্গন্ধের কিছুকাল পরে, প্লাবনের অবসানে আমার বিষ্ঠানরকভোগ শেষ হইল। গৈরিকজল প্রবাহের রক্তবর্ণ মৃত্তিকান্তরে আমার

সর্ব্বশরীর সুরঞ্জিত হইয়া, প্রান্তরমধ্যে শোভা পাইতে লাগিল। সহসা একদিন এক কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় ভীমদর্শন পুরুষ ঝুড়ি কোদালীহস্তে করিয়া, আমার সদনে উপস্থিত হইল এবং কোদালীদ্বারা আমার সর্ব্বশরীর সজোরে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তাহার ঝুড়িতে উঠাইল। অনন্তর আমায় মস্তকে করিয়া একটা পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং সজোরে একটি গর্ত্তের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। পরে পদদ্বারা আমায় পেষণ করিতে লাগিল। আমি অস্থিহীন পিণ্ডবৎ হইলাম। তাহাতেও নিস্তার নাই। দুরাচার আমার সংজ্ঞাহীন ব্যথিত দেহকে একটা চক্রাকৃতি যন্ত্রে ফেলিয়া, নির্দ্দয়ভাবে ঘুরাইতে লাগিল। আমি মৃতবৎ হইলাম। পরে যখন নির্ম্মল বায়ু ও সূর্য্যকিরণে আমাকে রক্ষা করিল, তখন কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলাম।

কিন্তু তখনও আমার দুর্ভাগ্যের শেষ হয় নাই। সেই নির্দ্দয় পুরুষ আমাকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডমধ্যে স্থাপন করিল; আমি দগ্ধ হইলাম। শরীরস্থ শোণিতরাশি সর্ব্বাঙ্গে আসিয়া কঠিন হইল। আমি রক্তবর্ণ হইলাম। দেখিলাম, অনেকগুলি আত্মীয়স্বজন আমার আকৃতি ধারণ করিয়াছে। কেহ বা ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা একটু শীতল হইলে, সেই পুরুষ, সযত্নে বস্ত্রদ্বারা আমার গাত্র মার্জ্জনা করিয়া, একটী প্রকাণ্ড ঝুড়ির মধ্যে স্থাপন করিল। মৃতদেহ যেন একটু সজীব হইল; আমাদিগকে মস্তকে করিয়া এক বাজারে আসিয়া উপস্থিত হইল; অযথাস্থানে অযথাভাবে রক্ষা করিতে আঘাত পাইয়া আমাদের মধ্যে অনেকে প্রাণত্যাগ করিল। যাহারা বাঁচিয়া রহিল, তাহাদিগকে একদল দর্শক আসিয়া ক্রমে

ক্রমে কঠিনহস্তে সজোরে চপেটাঘাত করিতে লাগিল। কেহবা অঙ্গহীন, কেহবা বিকলাঙ্গ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। আমি অতিকষ্টে পূর্ণাবয়বে জীবিত রহিলাম! অবশেষে এই মহাপুরুষ যোগীর একজন শিষ্য, দয়াপরবশহৃদয়ে আমায় চপেটাঘাতাদি পরীক্ষা শেষ করিয়া, এই আশ্রমে আনয়ন করিলেন। এত কষ্ট, এত যন্ত্রণায় সাধনা করিয়াছিলাম বলিয়া, এখন আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়াছে।"

দেবদাস আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়াছে ?"

মৃৎকলসী উত্তর করিল ;—"আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন না হইলে, তোমার মত একজন সদ্বংশজাত নিষ্ঠাচারী গুরুভক্ত ব্রাহ্মণের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া, প্রত্যহ

গঙ্গাস্নান করিতে এবং গুরুদেবের আচমন-গণ্ডূষপানার্থে গঙ্গাজলে উদর পূর্ণ করিয়া, গঙ্গাতীরবর্ত্তী যোগীর আশ্রমে বাস করিতে পাইব কেন?"

দেবদাস জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি উপায়ে বাক্‌শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছ?"

মৃৎকলসী কহিল—"সেও গুরুদেবের কৃপায়। এই বাক্‌শক্তি আমার নয়, গুরুদেবের। গুরুদেবই ঈশ্বর। ঈশ্বরই গুরুদেব। ঈশ্বর সর্ব্বময়। গুরুদেবও সর্ব্বময়। এই আশ্রমের প্রত্যেক পদার্থ, প্রত্যেক মৃত্তিকাকণা আমাদের গুরুদেব-ময়। এই মৃৎকলসী আমি, আমিই তোমার গুরুদেব।"

দেবদাস ভক্তিগদগদভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন;—

"অখণ্ড মণ্ডলাকারংব্যাপ্তং যেন চরাচরং,
তৎপদং দর্শিতংযেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"

মৃৎকলসীর মধ্য হইতে তখন গুরু-দেবের সাকার পবিত্রমূর্ত্তি আবির্ভূত হইলেন, এবং দেবদাসের মস্তকে অভয়হস্ত দান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর স্নেহমধুরস্বরে বলিলেন "বৎস! তোমার কামপূর্ণ হইয়াছে, পরীক্ষা শেষ হইয়াছে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছ। অদ্য হইতে তত্ত্বজ্ঞানশিক্ষা গ্রহণ কর।"

দেবদাস করযোড়ে বলিলেন,—"গুরু-দেব! তবে আজ আমাকে প্রথম তত্ত্ব-জ্ঞানের শিক্ষাদান করুন। কৃপা করিয়া বলুন, আপনার মৃৎকলসীদেহের পূর্ব্ব বৃত্তান্তের মূলতত্ত্ব কি?"

যোগী বলিতে লাগিলেন, দেবদাস অনন্যচিত্তে শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

যোগী বলিলেন—"বৎস! সেই বাওর-ভিটা জীবের বীজকোষ। কৃষ্ণবর্ণ কুম্ভকার কালপুরুষ। যে গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়াছিল,

তাহার নাম জঠর। পদপেষণ জঠরযন্ত্রণা, অস্থিহীনমৃৎপিণ্ড প্রথম জঠরস্থ জীবদেহ। চক্রাকৃতি যন্ত্র কালপুরুষের হস্তচালিত সেই সংসারচক্র। জীব ভূমিষ্ঠ হইয়া, সেই চক্রে প্রথম সাঙ্গাঙ্গ জীবদেহ ধারণ করে। নির্ম্মল বায়ু ও সূর্য্যকিরণ রক্ষিত প্রথম অবস্থা শৈশবকাল। অগ্নিকুণ্ড কর্ম্মক্ষেত্র, বাজার সাধনাক্ষেত্র। ক্রেতার চপেটাঘাত আত্মসংযমের পরীক্ষা। সর্ব্বপরীক্ষায় পূর্ণাবয়বে উত্তীর্ণ হইলে গুরুদর্শন, পরে সিদ্ধি। দেখ বৎস! মানবপদদলিত একটী মৃত্তিকাকণার যে সাধনাবল আছে, সে সাধনাবল হয় ত একজন শ্রেষ্ঠ মানবের নাই।"

দেবদাসের সিদ্ধিলাভ হইল।

সম্পূর্ণ।